

শহর ও জেলার খবর

ইডি’র স্ক্যানারে নিলয়, শান্তনুর সঙ্গে সম্পর্কের কথা করলেন স্বীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দিন পর দিন রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এর মধ্যেই ইডি’র নজরে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ঘনিষ্ঠ’ পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার নিলয় মালিক, বিশ্বরূপ প্রামাণিক এবং সুপ্রতিম ঘোষ ওরফে আকাশ। বুধবার তাদের তলব করে ইডি কর্তারা। সেইমতো বেলা ১২টার পর ইডি দফতরে ঢোকেন তারা। রাত ১০টার পর তাঁরা সেখান থেকে বার হন। এদিকে এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে তারা বেড়ানোর পরই সাংবাদিকরা তাদের ছেকে ধরেন। সেখানে নিলয় মালিক শান্তনুর সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে বলেন, এক

সময় শান্তনুর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। তবে গত দেড় বছর ধরে সেই সম্পর্কে তিক্ততা তৈরি হয়েছে। শান্তনুর কার্যকলাপ সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না বলেও সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন তিনি। তবে এক জন সিভিক পুলিশ থেকে কী ভাবে শান্তনুর সংস্থার ডিরেক্টর হয়ে গেলেন তিনি, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি নিলয়।

এদিকে রাতের সিজিও কমপ্লেক্স চত্বরে নিটকীয় মোড় ঘটান আকাশ। এদিন সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে অদ্ভুত আচরণ থেকে বেরিয়ে অদ্ভুত আচরণ থেকে আশপা। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেন। ক্যামেরা, বুম হাতে তাঁর পিছনা পিছন

দৌড়তে থাকেন সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা। দৌড় থামিয়ে অবশ্য সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে আকাশ বলেন, ‘কেন বিরক্ত করছেন? বাড়ি যেতে দিন।’ ইডি আধিকারিকরা তাঁকে তলব করেননি বলেও দাবি করেন আকাশ।

উল্লেখ্য, শনিবার ইডি আধিকারিকরা আকাশের বাড়িতে যান। আকাশকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে বলাগড়ের চাঁদড়া বটতলা এলাকার ওই রিসর্টে যান। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। এরপর আরও দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সে দিনই ডেকে পাঠায় ইডি। এই দু’জন হলেন নিলয় এবং বিশ্বরূপ।

রিসর্টেই তাঁদের শান্তনুর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে নানা প্রশ্ন করা হয়। ইডি সূত্রের খবর, শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়ি কিনেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, শান্তনুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রোমোটিংয়ের ব্যবসায় অন্যতম অংশীদারও এই নিলয়। শান্তনু এক সময় নিলয়ের নামে একটি গাড়িও কিনেছিলেন। সব মিলিয়ে যত নিয়োগ দুর্নীতির জোট খুলতে চাইছে ইডি ততো একের পর এক ব্যক্তিদের নাম জড়াত্তেই এই কাণ্ডে। এখন শেষ পর্যন্ত এই দুর্নীতির ভেদ কত দূর বিস্তার হয়েছে, এবং এই গোটা চালানটা মস্তিষ্কপ্রসূত কার? সেই দিকে নজর সবার!

৬০টি পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতি খতিয়ে দেখছেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি— নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ইডি’র হাতে এসেছে পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত বাম আমলের কিছু নথি। এই ঘটনা খতিয়ে দেখছেন ফিরহাদ হাকিম। ইডি দাবি করেছে রাজ্যে ৬০টি পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতি হয়েছে। এই খবর সামনে আসতেই পুরো নগর দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে পাঠালেন। বুধবার মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আমি গোটা বিষয়টার ওপর নজর রেখেছি। দপ্তর কে বলেছি ইডি যে পুরসভাগুলোর দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে তাদের থেকে ফাইল আনাও। কি হয়েছে না হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে। ধৃত অমিত শীলের অফিসে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে পুরসভার নিয়োগে এজেন্সির তৈরি ওএমআর শিট। যদিও বর্তমানে পুরসভায় এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয় না। ২০১৯ সাল থেকেই বদল করে দেওয়া হয়েছে আইন। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি বেআইনি নিয়োগ হয়েছিল বাম আমলে? এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের পর নিয়ম বদলে গিয়েছে। আগে এজেন্সির মাধ্যমে ওএমআর শিট তৈরি হতো। এখন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পুরসভায়

নিয়োগ হয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালানোর সময় পুরসভায় নিয়োগের যে নথি মিলেছে তার মধ্যে রয়েছে ২০০৬ এমনকি ২০০৮ সালের নথিও। উল্লেখ্য, সেই সময় পুরসভার ক্ষমতায় ছিল বামেরা। তবে এই বিষয়ে এখনই বামেরদের কাঠগড়ায় তুলতে রাজি নন মেয়র। এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, যখন আমি মেয়র ছিলাম না তখন কি হয়েছে বলতে পারবো না। উল্লেখ্য যে সমস্ত পুরসভার নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ তুলেছে ইডি তার মধ্যে রয়েছে দমদম, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, বরানগর পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, পূর নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি আমরা খতিয়ে দেখছি। ২০১৯ সালের পর থেকে দুর্নীতি হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। মেয়রের বিশ্বাস, তদন্তে সতিটা বেরিয়ে আসবে। যদিও কলকাতা পুরসভার নাম নেই এই তালিকায়, তবু পুরমন্ত্রী হিসাবা ভিত্তি অন্যান্য পুরসভার কোন চেয়ার পায়সনকে দাবী সাব্যস্ত করতে রাজি নন। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কথায়, ১০০ জন অপরাধী বেরিয়ে আসে, কিন্তু দেখতে হবে একজনও নিরপরাধী মানুষও যেন শাস্তি না পায়। তদন্তের মূল কথা এটাই।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরে অষ্টম বর্ষ চৈত্র তাঁত বস্ত্র, খাদি ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক ড. সৌমেন মহাপাত্র।

পরিবেশ রক্ষায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সাইকেল র্যালির আয়োজন

অঙ্কিতা আচার্য, নদিয়া, ২৩ মার্চ— ‘বিশ্ব জল দিবস’ উপলক্ষ্যে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে পরিবেশ সুরক্ষার নানা বিষয়ে জনসমাজে সচেতনতা বাড়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাইকেল র্যালির সূচনা করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানসকুমার সান্যাল। এই র্যালি শেষ হয় কল্যাণী শহরের অবস্থিত মহুম্মা দপ্তরের সামনে। এখানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী পৌরসভার পৌরপিতা অধ্যাপক নীলিমেশ রায় চৌধুরী, মহুম্মা শাসক হীরক মন্ডল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। মূলত প্রচলিত শক্তির সুরক্ষা এবং অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর বার্তা দিতেই এই র্যালির আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিইএস কেইউ ইআইসিএপি স্কে। র্যালির উদ্বোধন করে উপাচার্য জানান, প্রচলিত শক্তির অপব্যবহার কমাতে জনসমাজে সচেতনতা বাড়াতে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পক্ষ থেকে দুধন প্রতিরোধের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করেছি। দুধন পরিমাপের জন্য বড় পরিমাপক যন্ত্র ক্যাম্পাসে লাগানো হয়েছে। ই আই এ সি পি-র অধিকর্তা অধ্যাপক কৌশিক মন্ডল, পরিবেশ রক্ষার জন্য সারা বছর ধরে নানা রকম কর্মসূচি আমরা নিয়ে থাকি। বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে ক্যাম্পাসে। ই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়েও আমরা কাজ করছি। র্যালির শুরুৰ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক সুজয়কুমার মন্ডল, ছাত্র কল্যাণ দপ্তরের অধ্যাপ ড. রানা ঘোষ, শারীরশিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সন্দীপ শংকর ঘোষ, ইআইসিএপির সহ অধিকর্তা অধ্যাপক শুভরঞ্জকুমার সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান সময়কালে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার পরিষেবা সুরক্ষার জন্য ভীষণভাবে বাড়ানোর প্রয়োজন বলে পরিবেশবিরোধী জানাচ্ছেন। কল্যাণী শহরের জনসমাজে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সাইকেল র্যালি বেশ সাড়া ফেলেছে।



বৃহস্পতিবার মিটে পার্কে ভগৎ সিং উদ্যানে শহিদ ভগৎ সিকে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা জনাচ্ছেন বামফ্রন্ট নেতা বিমান বসু।

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে টুকরো করে খুন বিষুণপুর পৈলানে, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২৩ মার্চ— বুধবার সন্ধ্যায় বিষুণপুর পৈলানের সারদা গার্ডেনের জলাশয়ের ধারে মাটিতে পুঁতে রাখা তিন টুকরো করে কাটা চল্লিশ বছরের গৃহবধু মমতাজ বেগমের দেহ উদ্ধার হলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চ ল্য ছড়ায়। স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে স্বামী আলিম সেখকে গ্রেফতার করে বিষুণপুর থানার পুলিশ। ধৃত আলিমকে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আশেষ হয়। সূরের খনর, পেশায় রাজমিস্ত্রী আলিম মুন্সিদিবাসে আদি বাসিন্দা। সেখানে তাঁর স্ত্রী সন্তান আছে। কাজের সুবাদে বিষুণপুর পৈলান অঞ্চলে এসে মমতাজ এর প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করে পৈলানের ছিঁবাগে শ্বশুর বাড়ির অঞ্চ লে বসবাস করতে শুরু করে। স্ত্রী মমতাজ বিষুণপুর সামালি অঞ্চলে একটি লেজপে কারখানায় কাজ করতেন। স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন স্বামী আলিম সেখ। জানা গেল, মমতাজর আলিম বাড়ি ফিরলেও মমতাজর কারখানা থেকে কাজ করে ফেরেনি। দুজনে সাধারণত একসাথে ফেরে। মমতাজ কোথায়, বাপের বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করলে আলিম জানায় সে জানে না। সন্দেহ হয় মমতাজ এর আত্মীয়দের। বুধবার দুপুরে আলিমকে চেপে ধরলে সে জানায়, মমতাজকে মেরে ফেলে দিয়েছে। বিষুণপুর থানায় এ খবর জানালে আলিমকে ধরে জেরা করে পৈলানের সারদা গার্ডেনের জলাশয়ের ধারে পুঁতে রাখা দেহ খননে। শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে মেরে দেহ তিন টুকরো করে নাকি স্বামী আলিম সেখ। দিল্লির শ্রদ্ধা কান্ডের ছায়া। শিউরে উঠেছে এলাকার মানুষ। আলিম একা স্ত্রী মমতাজকে এমন নৃশংসভাবে খুন করেছে নাকি তাঁর সঙ্গে আরো কেউ ছিল খতিয়ে দেখাছে বিষুণপুর থানার পুলিশ।

সাইবার প্রতারণা, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট, ২৩ মার্চ— মধ্যপ্রদেশে সাইবার প্রতারণার ঘটনায় দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন রুকের মালঞ্চা এলাকার বাসিন্দা মঞ্জুর হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে যায় সেখান কার পুলিশ। জেলা আদালত সূত্রের খবর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের সিনিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অজয় সিং খুন্সিয়া নামে এক ব্যক্তি। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতারণার মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা তহুদ্রপ করে অভিযুক্ত। সেই ঘটনায় এদিন অভিযুক্তকে বালুরঘাটে জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।



রাফেল গান্ধিকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে রাজভবনের সামনে মোদির কুশপুতুল পোড়ালেন কংগ্রেস কর্মীরা। —দিলীপ দত্ত

গোয়ালতোড় থানার আমলাগোড়া গ্রামে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী এক আলু চাষী, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ— বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার আমলাগোড়া গ্রামে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন আলু চাষী মনোজ দত্ত (৫০)। পুলিশ জানায়, তিনি মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন। গোয়ালতোড় থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ওই আলু চাষী তার নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। কয়েকদিন ধরে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলেও তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তবে তিনি যে এমন ঘটনা ঘটাবে তা তার পরিবারের কেউ বুঝতে পারেনি। যার ফলে তার পরিবারের সকলেই কার্যত কান্নায়

ভেঙে পড়েন। বুধবার রাতে নিজের বাড়িতেই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই আলু চাষী। যার ফলে আমলাগোড়া গ্রাম জুড়ে চাঞ্চ ল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই আলু চাষির আত্মহত্যা করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলি ইতিমধ্যে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করেছে। আলুর দাম না থাকায় আলু বিক্রি করেও ধার দেনা মোটোতে না পরে ওই আলু চাষী আত্মহত্যা করেছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে ঠিক কি কারণে এ আলু চাষী আত্মহত্যা করেছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে যে কোন মানসের মৃত্যুর ঘটনা দুঃখ জনক, মৃত ওই আলু চাষীর পরিবারের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে।

হাতি তাড়াতে গিয়ে খেমাশুলিতে হাতির হামলায় গুরুতর আহত হল পাটির দুই জন সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মার্চ— বুধবার রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকা থানার অতৃণত খড়গপুর বন বিভাগের কলাইকুড়া রেঞ্জে বুনো হাতির পালকে তাড়াতে গিয়ে আহত হয়েছেন হল পাটির দুই সদস্য। বুধবার রাতেই জঙ্গল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরমধ্যে শালবনির ভাঞ্জবীরে মধুসূদন মাহাতো যিনি হল পাটির নেতৃত্বে ছিলেন তাকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পায়ে ও পাঁজরে গুরুতর চোট লেগেছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ১২টি হাতির পাল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কলাইকুড়া রেঞ্জের বিভিন্ন এলাকায়। এদিন রাতে খেমাগুলি হয়ে হাতির পালকে নয়গ্রামের দিকে পাঠানোর সময় যথেষ্ট বেগ পেতে হয় হল পাটির সদস্যদের। লালগড় থেকে আরো একটি দক্ষ হল পাটির দলকে নিয়ে আসা হয়। মশাল, বাজি নিয়ে হাতির পালকে তাঁরা জঙ্গল ছাড়া করছিলেন। এরমধ্যে হাতির পাল আক্রমণাত্মক হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। পাল্টা আক্রমণ করতে ধেয়ে আসে। হল পাটির সদস্যরা গ্রাণ নিয়ে পালতে থাকেন। অনেকেই পড়ে যান। সামনে থাকা ওই দুজন গাছে ধাক্কা খেয়ে কিছুটা দূরে অন্ধকারে ছিটকে পড়েন। এরপর হাতির পাল মেদিনীপুর সদর রাস্কর এনায়েতপুর এলাকায় চলে আসে। ভয়ের আবহে গ্রামবাসীরা জোরালো আলোর চট, মশাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। যার ফলে হাতি তাড়াতে গিয়ে হল পাটির দুই জন সদস্য হাতির আক্রমণে আহত হওয়ার ঘটনায় খেমাগুলি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চ ল্য ছড়িয়ে পড়ে।

শহিদ পরিবারের শেখ কাজলই কি হচ্ছেন পঞ্চায়েত ভোটের মুখ?

দলনেত্রী মমতার কালীঘাটের বৈঠক নিয়ে কৌতূহল রাজনীতির অন্দরমহলে

খায়রুল আনাম

আসানসোল জেলা থেকে দিল্লির তিহাড় জেল। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুরত মণ্ডলের আহ্নী এই পথ পরিক্রমায় তাঁর পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুক্ত আকাশের নীচের রাজনৈতিক অঙ্গনে পা রেখে শ্বাস নেওয়া যে একেবারেই সম্ভব নয়, তা বুঝে উঠতে অসুবিধ্য হচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসের বৃখ স্তরের কর্মী থেকে দলের সর্বোচ্চ নেত্রী। তবু, বাম জামানায় দলের হয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করা বীরভূমের অনুরত মণ্ডল, দলনেত্রীর অতান্ত কাছের জন কেষ্ট যে কতখানি প্রাসঙ্গিক ছিলেন, তা অনুরত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট গোরপাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পরে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক বক্তৃতায় জানান দিয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলা সফরে এসে এখানকার বোলপুরের বল্পতপুর আমর কুটীরে তিন দিন কাটিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসে যখন জেলা কোর কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন তখন তিনি কোর কমিটির সদস্য সংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে সাত জন করে দেন। এই কোর কমিটিতে দলীয় সাংসদ এবং বিধায়কদের বইলে তিনি নতুন মুখ হিসেবে নানুরের পাণ্ডুরী শহীদ পরিবারের শেখ কাজলের নাম জানিয়ে দিয়ে জেলায় দলীয় রাজনীতির অন্দর মহলে দক্ষ তীরন্দাজির মতো তীর নিক্ষেপ করে অনেক বেশি বিদ্ধ করেছেন দলের অন্তর মহলকে। আগে চার জনের দলের জেলা কোর কমিটিতে ছিলেন জেলায় দলের চার বিধায়ক ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সিংহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপর যে তিন জনকে কোর কমিটিতে নিয়ে আসেন, তারমধ্যে

রয়েছেন জেলায় দলের দুই সাংসদ শতাব্দী রায় এবং অসিত মাল। আর জগৎগেরদারা নির্বাচিত হওয়া কোনও জন প্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কোর কমিটিতে নিয়ে এসেছেন নানুরের পাণ্ডুরী শহীদ পরিবারের শেখ কাজলের। বাম জমানায় সিপিএমের হাতে শেখ কাজলের বাবা ও দুই ভাই খুন হয়ে যান। যাদের মধ্যে একজন ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান ছিলেন। শেখ কাজলকে বিধবা মা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘদিন পাণ্ডুরী ছাড়া হয়ে অনাড় বসবাস করতে হয়। আবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে, শেখ কাজল বাড়ি এবং গ্রামছাড়া হয়ে থাকার যন্ত্রণা যাতে অন্যদের ভোগ করতে না হয়, সে জন্য বিরোধী সকলেরই গ্রামে বসবাস সন্নিহিত করেন। তৎকালীন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবির পাণ্ডুরী গ্রামে গিয়ে শেখ কাজলের এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করে এসেছিলেন। আবার এমনও দেখা গিয়েছে যে, পরবর্তীতে দলেরই একাংশের রাজনৈতিক অভিসন্ধির কারণে শেখ কাজলকে দলে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতিতে বামদের হাত থেকে যে নানুর বিধানসভা আসনটি শেখ কাজলের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছিলো, পরবর্তীতে তা শেখ কাজলবিহীন অবস্থায় ‘পাখি, ইঁদুরের কাজলের নাম জানিয়ে দিয়ে জেলায় দলীয় রাজনীতির অন্দর মহলে দক্ষ তীরন্দাজির মতো তীর নিক্ষেপ করে অনেক বেশি বিদ্ধ করেছেন দলের অন্তর মহলকে। আগে চার জনের দলের জেলা কোর কমিটিতে ছিলেন জেলায় দলের চার বিধায়ক ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সিংহ, বিকাশ রায়চৌধুরী ও অভিজিৎ সিংহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপর যে তিন জনকে কোর কমিটিতে নিয়ে আসেন, তারমধ্যে

তেমনি, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয়স্তরে শেখ কাজলের গ্রহণযোগ্যতাকে মান্যতা দিতে সময়ের অপেক্ষায় গোপনে রেখেছিলেন তাঁর তুরুপের তাস শেখ কাজলকে। দলের নির্বাচিত কোনও জন প্রতিনিধি না হওয়া সত্ত্বেও শেখ কাজলকে কোর কমিটিতে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়েই, সেই তাসটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় খেলে দিয়ে দলের অন্তর মহলের ক্ষমতাবানদের যেমন ফালা ফালা করে দিয়েছেন তেমনি, আসর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে শেখ কাজলই অংশের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিসন্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছানন, হরতনের ‘কিং’ হয়ে খেলবেন তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর দলের সাংসদ হয়েও অনেকেক্ষেপে দলের মধ্যেই ব্রাত্য হয়ে থাকা শতাব্দী রায়ও যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালছেন তাও মনে করা হচ্ছে। আর তাতে যদি এমনও দেখা যায় যে, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেখ কাজলকে পঞ্চায়েত ভোটে বোলপুর, নানুর, লাভপুর ও ময়ূরেশ্বর বিধানসভা এলাকা ছাড়া বোলপুর লোকসভার কালীঘাটে বীরভূম জেলা নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেখ কাজলকে পঞ্চায়েত ভোটে বোলপুর, নানুর, লাভপুর ও ময়ূরেশ্বর বিধানসভা এলাকা ছাড়া বোলপুর লোকসভার কালীঘাটে বীরভূম জেলা নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একদফা আলোচনা করেছেন। সেই বৈঠকে অনুরত মণ্ড লকে জেলা সভাপতির পদে রেখেই আলোচনা হয়েছে। বোলপুরে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েও গিয়েছিলেন যে,

বীরভূমে দলের দায়িত্ব তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছেন। প্রতি ছ’মাস অন্তর তিনি জেলায় আসবেন। আবার প্রতি সপ্তাহে তিনি কোর কমিটির বৈঠক করার কথা বলা হলেও তা হয়নি। এরই মধ্যে শেখ কাজল দলীয় বিভিন্ন সভায় জোরের সঙ্গেই জানিয়েছেন যে, দলে বালি মাফিয়া, তোলাবাজ কারও জায়গা হবে না। এখানকার সনসত গ্রামে বাড়ির মহিলারা কাতারে কাতারে বেরিয়ে এসে শেখ কাজলকে আশীর্বাদ জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহিলাদের সম্মান রক্ষার কথা বলেছেন। দলের একটি অংশের মধ্যে মত পাথকানের পরিস্থিতিতে দলের অভ্যন্তরে চোরাশ্রোতও বইছে বলে অনেক মনে করছেন। এই প্রেক্ষাপটে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ২৪ মার্চ পুনরায় বীরভূম জেলা নিয়ে কলকাতার কালীঘাটে বৈঠকে বসছেন অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে। এবারের বৈঠকে জেলায় দলের ২ সাংসদ, ১০ জন বিধায়ক, ১৯টি রুকের ব্লক সভাপতি, ১৬৭ জন অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ, শাখা সংগঠনের সভাপতি, পুরসভার পূরপ্রধান, উপ-পূরপ্রধান এবং কোর কমিটি সদস্য শেখ কাজল উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন ওড়িশা থেকে ফিরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈঠকে বসবেন। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের আগে অনুরতহীন এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটের দায়িত্ব শতাব্দী রায় ও শেখ কাজলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে না কী, কোর কমিটির উপরই থাকবে, তা নিয়ে মেরন কৌতূহল থাকছে তেমনি, তিহাড় জেলবন্দি অনুরত মণ্ড লকে নিয়ে দলনেত্রী কোনও মন্তব্য করেন কী না, তা নিয়েও থাকছে সমান কৌতূহল।



চাকরি পেতে টাকার খেলা

দুর্নীতিতে আকষ্ট ভূবে থাকলেও, তা নিয়ে ভাবিত নয় পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। এতদিন শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে রাজ্য প্রতিদিনই সরগরম হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতির নতুন নতুন চাঞ্চল্যকর কেস উঠে আসছে প্রায় প্রতিদিনই, ইডি’র অভিযানে। এবার পুরসভাগুলিতে নিয়োগ নিয়োগ টাকার খেলা খবরে উঠে এল। আমরা জানি যে এই দুর্নীতির শেষ কোথায়? কিন্তু যেটা সবচাইতে বিস্ময়ের, এত যে দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য প্রতিদিনই গরম হয়ে উঠেছে। এখন পর্যন্ত যারা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, তারা যে সত্যি সত্যিই দুর্নীতিপরায়ন তা প্রমাণিত হয়নি। হয়নি কারও শাস্তিও। শুধু ইডি ও সিবিআইয়ের তদন্তের মধ্যেই তা এখনও সীমাবদ্ধ। মহামায়া বিচারপতিরাও তদন্তে দেরি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া যথাসম্ভব তাড়াতড়ি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস তার ওপরেই জোর দিয়ে বসে আছে। দোষী যে তার দোষ প্রমাণিত না হলে, আইনের চোখে তাকে দোষী বলা যায় না। তাই আশা, খাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, যারা তৃণমূলের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত, তাঁদের দোষ প্রমাণিত হবে না। রাজ্যবাসীর মনে এখন পর্যন্ত দুর্নীতি নিয়ে যে সন্দেহ ঢুকে আছে, তার নিরসন হবে। তৃণমূলের ভাবমূর্তি যে উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলই থাকবে। মানুষ তখন এই দলের প্রতি এবং তৃণমূল নেত্রী মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর বেশি করে আস্থা, বিশ্বাস রাখবেন। তাই মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘির তৃণমূল প্রার্থীর পরাজয় শুধুই একটি বিছিন্ন ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর মানুষের বিশ্বাস আগের মতোই অটুট আছে— যদিও ব্যাপক দুর্নীতির খবর তাদের মনকে নাড়া দিয়েছে সন্দেহ নেই। তৃণমূল নেতারা প্রতিদিন একটি দুশ্চিন্তা, দুর্ব্যবনায় কটান কখন কোন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

আর সেই আশায় বুক বেঁধে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস অন্য কোনও দলের সঙ্গে গলাগালি না করে একাই লড়বে। তাদের শীর্ষ নেতৃ্বের আশা, পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার ৪১ আসনের মধ্যে সবগুলি আসনই তৃণমূলের বুলিতে ঢুকবে। আশা করাটা ভালো। তাহলে তৃণমূল নেতারা বলতে চান, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কংগ্রেস ও বামদলগুলির বুলিগুলি শুনাই থাকবে। তারা আঙুল চুষবে। এখানে উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বুলিতে ১৮ আবাসন ঢুকেছিল আর বিধানসভার নিবাচনে ঢুকেছিল ৭৭ আসন। সুতরাং আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কোনও আসন নেই, তৃণমূল নেতাদের কথায়। বাম ও কংগ্রেসের তো তাদের মূল্যায়নে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। যদিও বাম ও কংগ্রেস এক জোট হয়ে নির্বাচনে লড়বে যোগ্য করে দিয়েছে।

তৃণমূল আগামী লোকসবা নির্বাচনে একাই লড়বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। তার জন্য দলের নেতা কম্বীনের প্রস্তুত হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তার আগে জাতীয় স্তরে দেশের সব অ-বিজেপি দলগুলি এক ছাতার তলে লোকসভা নির্বাচনে লড়বে এমন অস্থায়ী এখনও সৃষ্টি হয়নি। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে, অন্য দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনও কোনও খবর নেই। আবার বিরোধী কোনও কোনও দলের এখনও মনোভাব জানা গেছে, তা হল কংগ্রেসকে দূরে ধেকেনেও বিরোধী জোট— যা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে পারে, সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে অথবা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের বাক্যালাপ বর্তমান পরিস্থিতিতে একেবারেই সম্ভব নয়। তবে কারও কারওর ধারণা সোনিয়া গান্ধি চাইলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনের কৌশল তথা স্ট্রাটেজি নিয়ে তাঁর কথা হতে পারে। তা যদি বাস্তবে রূপ পায়, তাহলেও যে অবিজেপি দলগুলি একই ছাতার তলে এসে নির্বাচনে লড়বে, এমন সম্ভাবনা আশা করা যায় না।

তবে রাজ্যে বিজেপি ও কংগ্রেস বিরোধী ভোটকে এক করা এবং তাদের ভোটারদের বিজেপির দিকে টেনে আনার চেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তৃণমূলের নেতারা চায় আঞ্চলিক দলগুলি শক্তিবৃদ্ধি করে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করুক। যেমন তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে লড়ছে বিজেপির সঙ্গে। লোকসভা ভোটের পক্ষে আঞ্চলিক দলগুলির প্রাপ্য ভোট একসঙ্গে ধরে বিজেপিকে উৎখাত করা যায় কিনা, দেখা যাবে। আসলে তৃণমূল একই লড়ুক অথবা যে কৌশলই নিক- – বিজেপিকে দমাতো হলে দেশের অবৈজিপি দলগুলির এক জোট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আঞ্চলিক দলগুলির নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে—সেক্ষেত্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কতটা সফল হওয়া যায়, বলা কঠিন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈজিপি দলগুলিকে একত্র করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফল হতে পারেননি। তাই তিনি একলা চলার ভাগ দিয়েছেন। তিনদিনের পুরীর সফরে তিনি ওড়িশা যাচ্ছেন। প্রথম দিন জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দরেন। বাংলায় পুণ্যাধীনের সুদিধার জন্য তিনি পুরীতে একটি অতিথিশালা খোলার পরিকল্পনা করছেন। তার জন্য জমি দরকার। তার খোঁজ করবেন। তারপর দেশের নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে একটি আলোচনায় মিলিত হবেন। সেখানে আগামী লোকসভা নিবাচনে বিজেপিকে কীভাবে মসনদচ্যুত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে। বৃহস্পতিবার তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।



দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠান

সম্প্রতি দিল্লিতে এক রাতে একটি অনুষ্ঠানে কুরিপমের রাজা বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ছিলেন পরিষদের অর্থনীতি বিষয়ক সদস্য স্যার উইলিয়াম মোয়ার এবং শিক্ষামন্ত্রী স্যার শঙ্করাম নায়ার। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন স্যার জোনিয়ান্ড ক্রাডক, মি. লোনডেস্‌, মি. হুইলার, স্যার রবার্ট গিলান, মি. রাসেল, স্যার গঙ্গাধর চিটমবিস, সি এইচ হারিসন, মি. দাদাভয়, মীর আসাদ আলি খান, স্যার ভালেস্টাইম চিরোল, মি. শার্প, পীরপুরের রাজা, কর্ণেল ওর্ডেন, মি. জেমস ওয়াকার এবং এম এস দাস।

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন

বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটি মিটিংয়ে, ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে বোম্বেয় হাতে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার পক্ষে। মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেছেন স্যার চার্লস অলি ভার্টে। তিনি বলেছেন, বোর্ড মনে করে হস্তান্তরের ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। পরে তারা কোনও প্রস্তাব আনার উদ্যোগ নেননি। অন্যদিকে, হস্তান্তরের প্রস্তাব করে মি. টর্নার বলেছেন, এই ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র আয় কରେই ১৭০০০ পাউন্ড বাঁচবে।

কনস্টেবল হত্যার মামলা

কলকাতা পুলিশ বাহিনীর এক কনস্টেবলকে ছুরি মেরে খুন করার জন্য অপর কনস্টেবল মোতিরাম পাণ্ডেকে সম্প্রতি শিয়ালদার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের

সামনে হাজির করা হয়েছিল। রামযতন দুবে নামে এক কনস্টেবলকে ছুরি মেরেছিল মোতিরাম। রামযতন ও মোতিরামকে একসঙ্গে বেলেঘাটার দোখা গিয়েছিল। সেখানে কোনও কাজে গিয়েছিল তারা। রামযতন একটি পুকুরের ধারে অপেক্ষা করছিল আর মোতিরাম একটি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। কয়েক মিনিট পরে মোতিরাম বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আসে এবং রামযতনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। দু’জনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। বগড়ার সময় মোতিরাম একটি বড় ছুরি বার করে রামযতনের গলায় বসিয়ে দেয়। রামযতনকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১৫ দিন পরে তার মৃত্যু হয়। রামযতনকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মোতিরাম কেন তাকে ছুরি মেরেছে। সে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেয়নি। কোনও বিবৃতি দিতেও সে অস্বীকার করে। অন্যদিকে, মোতিরামকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার পর সরকার পক্ষের আইনজীবী কয়েকজন সাক্ষীকে জেরা করেন।

পাঞ্জাবে স্কুলের জন্য অর্থদান

ইউরোপীয়ান স্কুলস ইন্সট্রুমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সেউল কমিটি পাঞ্জাব সরকারকে ৮০০০ টাকা দিয়েছে। একাধিক স্কুলভবন নির্মাণ এবং স্কুলগুলিতে সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। লাহোরের ক্যাথিড্রাল বয়েজ হাইস্কুলের জন্য ২০০০, লাহোরের ক্যাথিড্রাল গার্লস হাইস্কুলের জন্য ৩০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বহু ধুমধাম করে সরেমাত্র সারা পৃথিবী জুড়ে নারী দিবস পালিত হলো। এই আনন্দ অনুষ্ঠান আর আনুষ্ঠানিক বাণী প্রদানের মধ্য দিয়ে আসল তথ্যটিই কিন্তু চাপা পড়ে গেল। ছবিটা অত্যন্ত ভয়ংকর। রাষ্ট্রসংঘের সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেল, বিশ্বজুড়ে প্রতি দুই মিনিট অন্তর একজন করে হুঁ মা কিংবা সদ্য মা হয়েছেন এমন মহিলা মারা যাচ্ছেন। অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা হারাচ্ছি প্রায় ৮০০ মাকে। এরমধ্যে অল্পবয়সী মেয়ে যারা প্রথমবার মা হতে চলেছেন কিংবা সবে মা হয়েছেন এমন মেয়েদের মৃত্যুই সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাষায় একে বলা হয় মাতৃত্বকালীন মৃত্যু। গর্ভধারণের পর থেকে মা হওয়ার অর্থাৎ প্রসবের ৪৫ দিনের মধ্যে যদি কোন মেয়ের মৃত্যু হয় তবেই তাকে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু বলেই ধরা হয়। বিশ্ব জুড়ে প্রতি দুই মিনিট অন্তর একজন বা প্রতিদিন ৮০০ মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। এটা গড় হিসাব, এমন অনেক দেশ আছে যেখানে প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ হাজার মা হতে চলেছেন কিংবা সদ্য মা হয়েছেন এমন মহিলার মৃত্যু ঘটছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এ এক অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়ংকর দুঃসংবাদ, অথচ আমরা এ খবর না রেখেই প্রমোদে বা যুদ্ধে মত্ত হয়ে আছি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হ সারা পৃথিবী জুড়ে এক সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষা থেকেই এই ভয়ঙ্কর চিত্রটি ফুটে উঠেছে। যদিও আশার কথা অনেক রাষ্ট্রেই মাতৃকালীন মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কুড়ি বছরে সামগ্রিক মাতৃ মৃত্যুর হার ৩৪.৩ শতাংশ কমেছে। ২০০০ সালে মাতৃমৃত্যুর বিশেষ করে প্রসবকালীন মৃত্যু হয়েছে প্রতি লক্ষ্যে ৩৩৯ সেখানে ২০২০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ২২৩। কিন্তু মনে রাখতে হবে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেও প্রতি দু মিনিট অন্তর একজন করে হুঁ মা বা সবে মা হয়েছেন এমন মহিলার মৃত্যু ঘটছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৮০০ মহিলা মারা যাচ্ছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মাতৃকালীন মৃত্যুর হার কমেছে। কিন্তু ২০১৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মৃত্যুর হার কোন কোন স্থানে অপরিবর্তিত থেকেছে আবার অনেক স্থানে মৃত্যুহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার কমিয়ে ফেলেছে বেলারুশ। তারা প্রায় ৯৫.৫ শতাংশ মৃত্যুর হার কমিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মৃত্যু বেড়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সময়ে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে।

মা হতে চাওয়া মেয়েরা যখন গর্ভধারণ করে তখন সেই বৃন্দাব পরিবেশের নারী পুরুষ সহ সকলের কাছে এক ইতিবাচক আশ্বাসের বার্তা নিয়ে আসে, সন্তকেই অপেক্ষা করে তিল তিল করে বেড়ে ওঠা ভ্রূণ এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ ধারণ করবে। কিন্তু প্রসবকালীন সময়ে সেই মৃত্যু আবার পরিবারের কাছে ভয়ংকর পরিস্থে তৈরি করে, যেটা আনন্দের বন্দাব হওয়ার কথা মুহূর্ত সেটা দুঃসংবাদে পরিণত হয়। অথচ আমরা আজও এক নিয়তি বেয়েই কাটিয়ে দিই, এই মৃত্যু প্রতিরোধে যথাসাধ্য চেষ্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করি না। তাই প্রত্যেক দেশের সরকারের এবং সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের

প্রতিদিন ৮০০ হবু মা মারা যাচ্ছেন

উচিত মা এবং মেয়েদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা যাতে তারা সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল গার্রিয়ে সুস বলেছেন, গর্ভ অবস্থায় যেখানে সব মহিলার জন্য নিরাট আশা এবং ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত সেখানে দুঃখজনকভাবে এটা এখনো বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বিপদজনক অভিজ্ঞতা।

তিনি তাই পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের উচিত প্রত্যেক মহিলা ও মেয়ের জন্য

ড. কুমারেশ চক্রবর্তী

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে মৃত্যুর হার ১৫ শতাংশ বেড়েছে, এছাড়া

অন্যান্য অঞ্চ লে মোটামুটি মৃত্যুর হার অপরিবর্তিত আছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ছিলেন জেনি ক্রিসওয়েল, যিনি এর আগেও



পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, এবং সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে জননী সুরক্ষা যোজনা, জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মাতৃকালীন মৃত্যু অনেক কমে গেছে। তথাপি ভারতীয় সমাজের সমস্যা কিন্তু কেটে যায়নি, কারণ ভারতের লিঙ্গবৈষম্য, কুসংস্কার এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। লিঙ্গ বৈষম্য এই মাতৃকালীন মৃত্যুর জন্য অনেক অংশেই দায়ী। মাতৃত্বে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য না দিলে এবং তৃণমূল স্তরে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে ভারতও একদিন মানবিক সমস্যার মুখে পড়বে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সাধু সাবধান!

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, এটা যে কতটা জরুরী তা এই সমীক্ষা থেকেই পরিষ্কার বোঝা চলেত।

রাষ্ট্র সংঘ সমগ্র পৃথিবীকে আটটি অঞ্চলে ভাগ করে মাতৃকালীন মৃত্যুর সমীক্ষা চালান। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মাত্র দুটি অঞ্চলে মাতৃ মৃত্যুর হার কমেছে। বাকি অধিকাংশ অঞ্চলে এই মাতৃকালীন মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে যে দুটি অঞ্চলে মৃত্যুর হার কমেছে তার মধ্যে ইউস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ৩৫ শতাংশ হারেও কম। অধিপতা বিস্তারের লোলুপ অক্টোপাস আজ ৭০ ভাগ হচ্ছে এই সাব সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে। একটা হিসেবে দেখা গেছে

এইধরনের বহু সমীক্ষা করেছেন। তিনি দুটি দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত ভয়ংকর সংবাদ পরিবেশন করেছেন, ইউরোপের দুটি দেশ গ্রীস এবং সাইপ্রাসে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অত্যন্ত বিপদজনকভাবে বেড়ে গেছে। তিনি আরো বলেছেন বিশেষ করে বিশ্বের দরিদ্র এলাকাগুলিতে এবং যুদ্ধ চলছে এমন দেশগুলিতে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে আরেকটা ভয়ংকর চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে তা হচ্ছে সাব সাহারা আফ্রিকা অঞ্চল।

২০২০ সালে যত মাতৃকালীন মৃত্যু ঘটছে তার ৭০ ভাগ হচ্ছে এই সাব সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলে। একটা হিসেবে দেখা গেছে

এইসব দেশগুলিতে মাতৃকালীন মৃত্যু এক মানবিক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে, এই সংকট মোকাবিলা করতে না পারলে সারা বিশ্বেই একদিন ভয়ঙ্কর মানবিক সমস্যা দেখা দেবে। এই দেশগুলিতে প্রতিদিন মৃত্যুর হার সাধারণ গড় মৃত্যুর থেকে দ্বিগুণ তিন গুণ। এখানে দুই থেকে চার হাজার মা প্রতিদিন মারা যায়।

প্রতিবেদনে মাতৃকালীন মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে অস্বাভাবিক রক্তপাত, সংক্রমণ, নিরাপত্তাহীন গর্ভপাত, খাদ্য ও প্রোটিনের অভাব এবং এইচ ও ভি এইডস, অন্যান্য গুপ্ত রোগ। এগুলো সবই কিন্তু প্রতিরোধ যোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, যে মহিলা

কিংবা মেয়ে মাতৃত্ব লাভ করছে বা গর্ভধারণ করছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই, গর্ভধারণ হওয়ার পরেও তারা জানতে পারে না কখন কিভাবে তাদের গর্ভধারণ হলো, তারপরও কি করতে হবে না হবে তাদের কোন ধারণা থাকে না ফলে এই মাতৃকালীন মৃত্যু দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মাতৃত্ব ব্যাপারে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা গর্ভধারণ করছে পুরুষের ইচ্ছায়। সুতরাং এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মাতৃকালীন মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পুরুষেরা নারীর বয়স স্বাস্থ্য শরীর ও সময় কোন কিছুই বিবেচনা না করেই নারীকে গর্ভবতী করছে, অথচ মর্মান্তিক ব্যাপার তারপরে সেই পুরুষই নারীর কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। আফগানিস্তানের মতো মুসলিম রাষ্ট্রে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট।

এবার একটি ভারতের দিকে তাকানো যাক, সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০১৭ থেকে ২০১৯ ভারতে এক লক্ষ মাতৃকালীন মায়ের মধ্যে ১০৩ জন মারা গেছেন। কিন্তু ২০১৮ সালে আবার এটা বেড়ে হয়েছিল ১১৩! পশ্চিমবঙ্গ সেখানে মৃত্যুর হার এক লক্ষ্যে ১০৯।কিন্তু ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালে মর্যে রাজ্যে মাতৃকালের মৃত্যুর হার বেড়ে ১৪৫ হয়েছিল, আবার ২০১৫ থেকে ১৭ সালে এটা নেমে হয় ৯৯। ২০১৬তে হলো ৯৮ তারপর এটা ক্রমশ বাড়তেই থাকলো, এখন এটা প্রায় একশ ছুঁয়েছে। তার মানে এক কোটি মানুষের ১০,০০০ মা মারা যাচ্ছেন, সংখ্যাটা কম মনে হলেও কম নয়, ভারতের ১৩০ কোটির দেশে কত লক্ষ মায়ের মৃত্যু ঘটছে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি?তবে শিশু মৃত্যুর হার ভারতে অনেক কম। ২০১৫ সালে দেখা যাচ্ছে ভারতে প্রতি হাজারে ৩৭ জন শিশু মৃত্যু হতো, পরে তা কমে হল ৩০, পশ্চিমবঙ্গে এটা আরো কম। ২০২২ সালের হিসেবে দেখা যাচ্ছে হাজারে ৬ পয়েন্ট ৪০ শতাংশ। তবে মজার ব্যাপার ভারতের এই সংখ্যাটা সব রাজ্যে সমান নয়। যেমন কেরালে শিশু মৃত্যুর হার হাজারে ৬ জন মাত্র। উত্তরপ্রদেশেই সেই সংখ্যাটা হাজারে ৬৪। সুতরাং গড় হিসেব মানেই কিন্তু সারা ভারতে যে সমান মৃত্যুর হার তা বোঝায় না।

তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতে মাতৃকালীন মৃত্যুর হার অনেকটা কমেছে এবং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, এবং সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে জননী সুরক্ষা যোজনা, জননী ও শিশু সুরক্ষা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য মাতৃকালীন মৃত্যু অনেক কমে গেছে। তথাপি ভারতীয় সমাজের সমস্যা কিন্তু কেটে যায়নি, কারণ ভারতের লিঙ্গবৈষম্য, কুসংস্কার এবং পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। লিঙ্গ বৈষম্য এই মাতৃকালীন মৃত্যুর জন্য অনেক অংশেই দায়ী। মাতৃত্বে নারীর অধিকার, নারীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য না দিলে এবং তৃণমূল স্তরে গ্রামাঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে ভারতও একদিন মানবিক সমস্যার মুখে পড়বে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং সাধু সাবধান!

লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।

কবিতা দিবসের ভাবনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

উৎকর্ষিত। পরিচাপের পথ খুঁজছে মানুষ, মানুষের কবিতাও পথের অনুসন্ধানে। শিশু, যুবক- যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলেরই রক্তস্রোত আজ রাজপথ জন্দপে প্রবাহিত হয়। এইখানে কবিতা তীব্র তীক্ষ্ণক কণ্ঠে প্রতিবাদ ফুঁসে ওঠে। রক্তস্রোত কবিতা হত্যাকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার হাত বাড়ায়।

সাহায্যবান্দীর দুর্বীর ক্ষুধা যখন শক্তিমান্তায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির স্বাধীন পতাকা



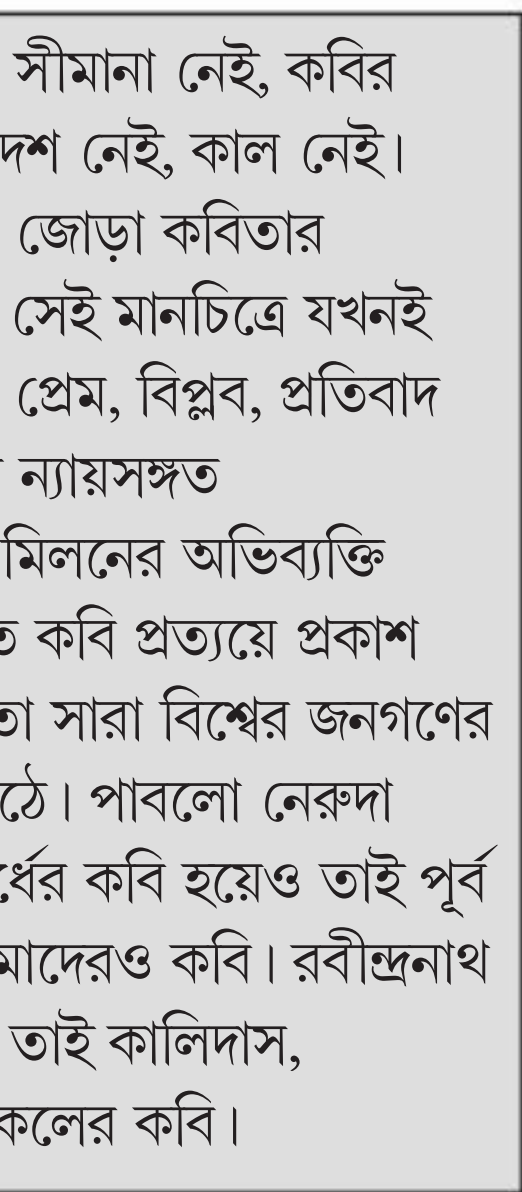
ছিনিয়ে নিতে উদাত্ত হয়, সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিতে চায়, কবিতা তখন অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে দুর্বীর প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। কবিতা মানবিকতার সন্দানমা। ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী’-তে শান্তিবারি বর্ষণ করতে পারে কবিতা।

মার্কফ অমিত কবিতা সম্পর্কে ভারি সূন্দর বলেছেন, কবিতা ভালোবাসার ভাষা, কবিতা প্রতিবারে ভাষা। কবিতা বলতেও পাঠ্য বইয়ের বিজ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে? আরেগে বিজ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে? আরেগে ও বিজ্ঞান এ দুটির সমমিশ্রণ ঘটলেই পঙ্খ তমালওলো কবিতা রূপ ধারণ করে। কবিতা শিল্পের একটি শাখা যেখানে ভাষার নান্দনিক গুণাবলীর ব্যবহারের পাশাপাশি ধারণাগত এবং শদার্থিক বিষয়বস্তু ব্যবহার

যন্ত্রসূত্র। মানুষ আজ হৃদয় আর বিবেকবোধ হারিয়েছে। যেন এক নখদন্ত বের করা ভয়াবহ সময়ের যন্ত্র মানব। মানব ইতিহাস আজ যেন এক বীভৎস ক্ষত। আজ বিশ্ব কবিতা দিবসে আব্বারো খুব গভীর ভাবে কবিতার প্রয়োজনে হৃদয়ে আলোড়ন জাগছে। বিবেকের জাগরণে, হৃদয়ের উজ্জীবনে, মানবতার সমূহ সংযোগে, জীবন-কবিতা প্রতিবারে ভাষা। কবিতা বলতেও পাঠ্য বইয়ের বিজ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে? আরেগে ও বিজ্ঞান এ দুটির সমমিশ্রণ ঘটলেই পঙ্খ তমালওলো কবিতা রূপ ধারণ করে। কবিতা শিল্পের একটি শাখা যেখানে ভাষার নান্দনিক গুণাবলীর ব্যবহারের পাশাপাশি ধারণাগত এবং শদার্থিক বিষয়বস্তু ব্যবহার

কবি আবু জাফর ওয়ায়দুল্লাহর আমি কিবদস্তীর কথা বলছি কবিতা থেকে উদ্ধার

করিছ। জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা, কবিতা জমির প্রতিটি শস্যদানা কবিতা। যে কবিতা শ্রুতে জানে না সে বাড়ের আর্দান্দ শুনবে। যে কবিতা শ্রুতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যে কবিতা শ্রুতে জানে না সে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবেবিশ্ব কবিতা দিবসে আজ নতুন করে ভাবতে হবে



কবিতাচার্য প্রয়োজনের কথা। মানুষের ‘হৃদয় নন্দনবনে’ মানব মহিমার শতপুষ্পকে কবিতাই পারবে নব নব রূপে বিকসিত করতে। বিশ্ব মানবিকতা কবিতার উচ্চারণে বিজয়ী হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা উচ্চারণ করে বলবে কবিতাই পারবে সেই মানব পৃথিবীকে গড়ে তুলতে। আর সেখানেই বিশ্ব কবিতা দিবস পালনের সার্থকতা।

চিত্ত যেখা ভয়শূন্য, উচ্চ যেখা শির, জ্ঞান যেখা মুক্ত, যেখা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশবরী বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেখা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উজ্জ্বলিয়া উঠে, যেখা নির্বাহিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়

অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়, যেখা তুচ্ছ আচারের মরুঝলুগাশি বিচারের স্রোতধারা ফুলে নই গ্রাসি...। আদিম গুহাযানব তখন গুটিকয়েক শব্দ সৃষ্টি করে অপার বিস্ময়ে দেখতো তার পরিপার্শ্বকে। একদিন জানা অজানা শব্দের মৌলিক ছবি এগাশি ওপাশি সাজিয়ে চাইলো মনের আকুলিবিকুলি ভাবের খেলা সাজিয়ে নিয়ে। চাইলো গুহায় বোলায়ে ইচ্ছে সাজিয়ে সাজতে, অবাক এ কী সৃষ্টির অরূপ রতন! কবিতা মুচকি হেসে বললো কবিতা সম্পর্কে চেনো কি?তোমার মনে, তোমার ভাবনায় ঘুমিয়ে ছিলাম জেগে উঠেছি। অরণ্যানী বৃক্ষছায়া ফুলেল লাতা বর্ণিল গুহায় বোলায়ে বোঁপা আকুল বর্ণা বহতা নদী সুরধুনী আকাশ মাখা নীলে সজ্জিতা ধরিত্রী নাটো নন্দনকানন! কবিতা এখানে মৃদুল ছন্দে পরমানন্দে নৃতাপরা ললিত লবঙ্গলতিকা। পৃথিবী বদলায় প্রকৃতি - সভাতা বদলায় বদলায় মানুষ। বদলায় মানুষের মনন চিন্তন অনুভবের জটিল ব্যাকরণ। কবিতাও অস্তিত্বের হেরফেরে কেবলই বদলে যায় নিত্য। তবু কালজয়ী সৃষ্টি যা অনন্তকালের পরিধিতে অমরত্বের উজ্জ্বল দিগন্তের

এখানে ওখানে সেখানে চিরন্তনের সাক্ষর রেখে যায়। কবিতার কোন সীমানা নেই, কবির কোন নিজস্ব দেশ নেই, কাল নেই। সারাটা পৃথিবী জোড়া কবিতার মানচিত্র। আর সেই মানচিত্রে যখনই যেখানে দ্রোহ, প্রেম, বিপ্লব, প্রতিবাদ কিংবা মানুষের ন্যায়সঙ্গত দেনোপাওনার, মিলনের অভিব্যক্তি শৈল্পিক সৃষ্টিতে কবি প্রত্যয়ে প্রকাশ করেন, তখন তা সারা বিশ্বের জনগণের সম্পদ হয়ে ওঠে। পাবলো নেরুদা পশ্চিম গোলার্ধের কবি হয়েও তাই পূর্ব গোলার্ধের আমায়েরও কবি। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বকবি। তাই কালিদাস, শেক্সপিয়ার সকলের কবি। অনমৃত ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের দাবি মার্থ্য উন্নত ভাষার কবিদের উজ্জ্বল সৃষ্টির সংস্পর্কে নিজেদের সৃষ্টির উন্নয়ন। তাই দাবি উঠলো রাষ্ট্রসংঘেও একটা বিশেষ দিনকে ‘বিশ্ব কবিতা দিবস’ উদযাপনের জন্য একটা দিন দিতে করতে। বিশেষ করে আমেরিকা এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাষ্ট্র সংঘের UNESCO-এর ডিরেক্টর জেনারেল ইরিনা বোকোচা বিশ্ব কবিতা দিবস সম্পর্কে তাঁর বাণী দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ... the men and women whose only instrument is free speech, who imagine and act, UNESCO recognizes in poetry its value as a symbol of the human spir-it’s creativity.

ব্যক্তি মানুষের মুক্ত চিন্তা ও চিন্তনের দিনে আসুন আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

খবরের সাত সতেরো

পার্শ্বের ৭ দিন ও
কুন্তল-তাপসের
১৪ দিন জেল
হেফাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— প্রাক্তন মন্ত্রী
পাঠ চতুর্থাধ্যায়কে বৃহৎসভাপরিষদে
আদালতে তোলা হলে সাত দিন
অর্থাৎ ৩০ মার্চ পর্যন্ত জেলে থাকার
নির্দেশ দেয়া বিচারক। পাথের সন্ধের
নিয়োগ দ্বিতীর অন্যান্য অভিযুক্ত
সুবায়েশ ভড়াচার্য, আরেক সফল
কন্যাবাহক গঙ্গাপাখ্যাকেও জেলে
হেফাজতে থাকবেন ৩০ মার্চ পর্যন্ত
আম দিকে কুশল যোগ্যে, তাপস
মণ্ডল, নিলাদ্রী ব্যোভেরে আসলতা
৬ এপ্রিল পর্যন্ত এবং শান্তিপ্ৰসাদাদিকে
সিফাজতে ২৭ মার্চ পর্যন্ত জেলে
হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছেন
আলিপুরের বিশেষ আদালত
যেফতদার হওয়ার পর পাঠ চ্যাটার্জী
বৈধতাজীন কাটিয়ে ফেলছেন আট
মাস। বৃহৎসভাপরিষদে সেইই
আট মাসের হিসাব দিয়ে পাঠকে
বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে অসম্ভব
কণ্ডার মধ্যে রয়েছি।” জামিনের আর্জি
গুণে বর্জিতেন, “শুধু কি
রাজনৈতিক নেতারই প্রভাবশালী।
আমি কলকাতায় বড় হয়েছি। আমার
একটি বংশপরিচয় আছে। আমারা
কোথায় চলি যাব?” বিচারকের
বলে নিজের কথা বলায় জয়
বৃহৎসভাপরিষদ পাঠ মিন্টি সময়
পেয়েছিলেন পাঠ। সেই পাঠ মিন্টিতে
আত্মপক্ষ সর্মথন দীর্ঘ আর্জি জ্ঞান
পাঠ। পাশাপাশি বলেন, “আমারা
আশা, সত্যের জয় হবে। আইনের
পাথেই আমাদের আস্থা আছে।”
আপের সেই আবদনে শেষপর্যন্ত
সাদা মেলেন। পাঠকে আরও সাত
দিন জেল হেফাজতেরই নির্দেশ
দিয়েছেন বিচারক।

বিমান বসুর প্রশংসা
করে মহাজোট
গড়ার ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিদিনী – নিয়োগ দাবীকে কেন্দ্র করে ক্রমশ শাসক বিরোধী তরজা তুলে এমতাবাদ্য পধ্যতো নিচিনার দেরোগোজা পিড়িয়ে রাজ্যের শাসক দলের বিধনকে মানুনের মহাজোতি গড়ে জেলার কাজ নিলেন বিধনসভার বিরোধী দলনতা শুভেন্দু অধিকারী। এখানেই শেষ নয়, বরমস্ত্র চ্যোমানান বিমান বপুর প্রপঞ্চাশত শোনা জেগে শুভেন্দু অধিকারীর মুখে। বঙ্গদেশবির বিমানবাপুর সততা এবং তাঁর জীবনকা নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিমান বপুর মতো লোক রাজনীতিতে অনেক কাজ আছে বলে উল্লেখ করেন শুভেন্দু। এ প্রসঙ্গে বিধানসভার বিরোধী দলনতা বলেন, ‘আমার সঙ্গে তো পলিটিক্যাল ডিফারেন্স থাকবে। বিমানবাপুর এখনও পলিটিক হাফে কাজে কামেনে, পাঠটি অধিস্থ থাকবে। এবং প্রতিজ্ঞা করেছি নিজেই।’ এদিন ‘স্বচ্ছ রাজনীতির কথা বলতে গিয়ে প্রথব পদুশোপাধ্যায়, শেরাফ গণিখান চৌধুরি, তমিশ শিকারুরে প্রমুদও বলেন গুডেন্ড অধিকারীর মনে

এর পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে মানুষের মহাজোটের

পক্ষে সওয়ালা করেন বিনাসসত্ত্বের বিরোধী দলতো। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, কোন দল কী করবে জানা না। মানুষ এঁই সরলরকম ভেজাল দেওয়ার সঙ্গীত নিয়ে। কীভাবে এ প্রসঙ্গে বামশক্তি চেয়ারম্যান বিনাম বসুর সরল কথা, 'এটা শুভেন্দুর কথা হতে পারে, বরাতের কথা নয়' এখনও হয়তো আরএসএসের খারা বুঝতে পারেনি শুভেন্দু। আমরা কেনও অন্যায্য করিনি, অন্যারের কাজে থাকিও না। আরএসএস পরিচালিত বিজেপির কোনও কর্মসূচিতে নেই বামো। তৃণমূলকে হঠানোর জন্য তৃণমূলকে বিরোধী ঘোষণা করে হতে পারে চাই। শাসন দলের বিজেপে দলিন মানুষেরা হারিয়েছেন যে ডাক শুভেন্দু দিয়েছে, তা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। শুভেন্দু চেয়ারম্যান বিনাম বসু। তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে সরানোর পাশাপাশি কেন্দ্রে বসেও বিজেপিকেও সরানোর ডাক শোনা গিয়েছে বিনাম বসুর মতাবে। আসলে বিনামবাসু ঘোঁরা বার বার বলে আসছে, তা হল তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে সে অর্থে কোনও ফারাক নেই। দুই দলই সাধারণ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক।

বান্ধবীর সঙ্গে কোটি টাকায় পেট্রোল পাম্প কেনেন অয়ন-পুত্র অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি— এ বার জড়ালো ইডির হাতে ধূসর প্রোমোটর অয়ন শীলের পূর্ব অভিষেক শীলো নামও। ইডি তাদের হলফনামায় জানিয়েছিল, ইমর গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভিষেক শীল যৌথ মালিকানা স্বর্ণালি জেলার গুড়াপে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের খাটে গেটল পাম্প কিনেছিলেন। ওই নথি বলছে, ২০১২


সালের অক্টোবর মাসে ১ কোটি টাকায় পেট্রোল পাম্পটি কেনা হয়েছিল। গুডাপে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে প্রায় সাড়ে ৩ বিঘা জমির উপর এই পেট্রোল পাম্প অভিষেক এবং ইমন কিনেছিলেন কলকাতার বিডন স্ট্রিটের বাসিন্দা নন্দগোপাল গুপ্ত। অজয় গুপ্ত এবং আশিস গুপ্তের কাছ থেকে

স্থানীয়দের কাছে পাম্পটি ‘গুরু পাম্প’ নামেই পরিচিত। শুধু তাই নয়, কলকাতায় বন্ডেল রোডের উপরে অভিষেক এবং ইমন যৌথ মালিকানায় একটি ফার্ম খুলেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন ‘ফসিলস’ কিন্তু কে এই ইমন, যাঁর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় একাধিক সম্পত্তি কেনেন অয়ন-পূর্ণ?

‘সুজনের স্ত্রীর
চাকরিও সুপারিশে’

নিজস্ব প্রতিনিধি— এবার সুজন চক্রবর্তী স্বীয় বিরুদ্ধে একপাক অবেদনভাৱে চাকরি পায়ৱ অভিযোগ আনান তৃণমূল। ব্ৰহ্মণ টুটুট কৰে সেই অভিযোগেৰে সপক্ষে প্ৰমাণ সন্মানে আনান তৃণমূল। প্ৰথম সুজন চক্ৰবৰ্তীৰ স্বীয় বিৰুদ্ধে অবেদনভাৱে কৰণেৰে ওই অভিযোগৰ অভিযোগে আনন হৈছে অভিযোগেৰে সপক্ষে টুটুটৰ মাধ্যমে প্ৰমাণ ব্ৰকাশ তৃণমূলে। টুটুট-এৰ মাধ্যমে যে নথি সন্মানে আন হৈছে তাতে দেখা যাচ্ছে দীনানন্দ আন্তজ কলেজে সুজন চক্ৰবৰ্তী স্বী ম্ৰিফ ভট্টাচাৰ্যেৰে চাকৰি হৈছে।

[illegible]

 <p>Karur Vysya Bank</p> <p>Smart way to bank</p>	<p align="center">দ্যা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. বাণিন্য শাখা ও.টি. রোড, বাধিনান, বাধান্দ, হাওড়া জেলা বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাধান্দ, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১০৩০</p>	<p align="center">দখল বিজ্ঞপ্তি (স্বাবর সম্পত্তির জন্য)</p>
<p align="center">২০০২ সালের সািকভারিট ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লসসের [ক্লক চ(১)] অধীনে ইস্যুকৃত</p>		
<p>কারুর দ্যা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২) সালের আইন সিআইটিহিসেবনে আউট রিকনস্ট্রাকশন অব ফিন্যান্সিয়াল ব্যাংকিংস আউট এনফোর্সমেন্ট অব সিআইটিহি ইন্টারেস্ট (২০০২) এর ১৩ (১১) ধারা এবং ২০০২ সালের সিআইটিহি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) ক্লসসের ক্লক ৩ সংক্রান্ত ২০.১০.২০০২ তারিখে ১) প্রীতি পারুল মন্ডল অধিকারী (ঝগড়গ্রীভা), স্বামী - বিময় অধিকারী, চক কুম্ভাসন্দ, ছিঁ, থানা - পিল্ডা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০০ ২) বিময় অধিকারী (ঝগড়গ্রীভা), ডাক্তার অধিকারী, চক কুম্ভাসন্দ, গো: কারকছি, থানা - পিল্ডা, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - যেতে পারে নাওটিশ সুদ সদ য়ে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি মোর্শনি করা।</p> <p>৭/জামিনদাতাপূর্ণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাংশ/জামিনদাতাপূর্ণ এবং সাধারণের প্রতি ক্ষেত্রে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা উক্ত অধীনে ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিআইটিহি ইন্টারেস্ট (২০০২) ক্লসসের ক্লক ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি ৩৩ মার্চ, ২০০৩ তারিখে সেসু দখল করেছেন।</p> <p>৭/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে তথাকর্তি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট সমাদদ্ধ জামিনদাতাগণকে নানেনে না করতে এবং কোনওরূপ চুনায় দ্যা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট বকেয়া ২০.১০.২০০২ (২০০২) ধারা ছিন্নানুবি হাজার আট শ' চল্লিশ টাকা এবং পটিশ পক্ষীয় টকা এবং পরতির টকা, যায য়ে আদায়দান সাপেক্ষ।</p> <p>সাধারণ অগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত অধীনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত ঋণ্য বকেয়া সমুদয় আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।</p> <p align="center">স্বাবর সম্পত্তির বিস্তারিত</p> <p>১) গ্রাম - বাধানান, থানা - হাওড়া, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর অধিকারী এবং স্বামী অধিকারীর নাম (জি+৪) থানা "বদন" নং ভল ১৯৬১ ১১ বৎস্কৃ সুপার বিল্ড এরিয়া মাগের সবসবারে ফ্লাট নং ৫, সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদি:</p> <p>পূর্ব - সাধারণের বাতায়নের পথ এসটির আর এবং দিকট পশ্চিমে - খোলা জায়গা</p> <p align="right">অনুমোদিত অফিসার দ্যা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড</p>		

নিয়োগের টাকায়
হোটেল ব্যবসায়
লগ্নি অয়নের!
চাঞ্চল্যকর তথ্য
ইডির হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি— কেবলমাত্র টিলিপাড়া নামে। নিয়োগ দেবার চাকরাইল চলে যাবে হোটেল ব্যবসাসহ বন্দীশিক্ষণ বর্মানে ইডি ফোজডেতে বন্দি শাস্তন বন্দোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠপাওর। অরার শীত। সম্প্রতি এমন তথ্য পাওয়া গেছে ইডি কর্তাদের কাছ থেকে। ইডি স্তব্ধ খবর, অরানের কাছ থেকে পাওয়া নথি থেকে মিলেছে যে ইডি ইঙ্গিত। হোটেল ব্যবসার জন্য সন্তুলেক ও দিল্লিতে দুটি জামে কিনেছেন অরান। এক বছর আগে অরান হোটেল ব্যবসায় নোমেছিলেন। নতুন হোটেল সংস্থা না খুলে দুটি নামী হোটেল সংস্থার থেকে ‘ফ্র্যানচাইজ’ নিয়েছিলেন। ‘সলকচারা’র একটি হোটেল সংস্থার সঙ্গে সূচি করেন তিনি। সন্তুলেকের সঙ্গে সিজের রুকে ওই সংস্থার চারতলা বিলাসবহুল হোটেল রয়েছে। একটা চুস্তিপরে দেখা যায়, অরান সন্তুলেকের সঙ্গে রুকে ও এক ব্যক্তি ও এক মহিলার কাছ থেকে নিজ নেওয়া জমি নিজের নামে হস্তান্তর করেন। দিল্লির সংস্থার সঙ্গেও চুক্তি করেন অরান। সংস্থাটি হোটেল ব্যবসায় যুক্ত। দিল্লির অভিজাত এলাকাও তাদের বিলাসবহুল হোটেল রয়েছে। দিল্লিতে একটি জমির নথিও উদ্ধার হয়। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ওই দুটি সংস্থার সঙ্গে অরান চুক্তিপত্র তৈরি করেন গত বছরের মার্চ মাসে।

সামান্য প্রযোজ্য হয়ে ওপর এই
অয়নের 'বহুমুখী প্রতিভা' দেখেছে
তাকে তাকাতো ছেঁই হয়েছিল ফেলেন
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর
এগোয়ালা। ইডিও কর্তাদের দাবি,
শেষমুখী, টেও ও পুরানভার নিয়োগ
দুইটির কোটি কোটি টাকা দিয়ে
প্রচুর জমি কিনেছিলেন অয়ন
এখনও পর্যন্ত অন্তত ৩ কোটি ডলার
সম্পত্তির হিদিশ নিয়েছে। তার মধ্যে
অসকেগুলিই বিভিন্ন ব্যক্তি ও
মালিক নামে। তাদের অস্তিত্ব নিয়েই
ইডি সবেহ প্রকাশ করেছে। সেই
সম্পত্তির নথিও মিলেছে নাকি
আয়ের অংশ থেকে।

এদিকে হুই সূত্র আরো খবর, তিনি নাকি নতুন নিউজ চ্যানেল খুলবেন বলেও ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই এই নিয়োগ বাস্তব জড়িয়ে পড়লেন। একাধিক ক্যাঙ্কর আক্রান্তে তিনি টাকা লেনদেন করছেন। এমনকি পুত্র অভিনেত্রীকে সঙ্গেও যৌথ মারিকানায় একটি পেট্রোল পাম্প কিনেছিলেন। দুর্গাপুর প্রেক্ষাগৃহেয়ার পোশে ওড়াপুশে ওই পেট্রোল পাম্পের পাশ্চাত্য ছেলের বান্ধবী ইমন গঙ্গোপাধ্যায়। তার এদিকও নগর আগেই হুই। তবে এটা এমনও পরিস্থা নয় যে, বিজ্ঞান আক্যাউন্টে কেন টাকা লেনদেন করছেন এমন শীল। বয়দেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, নিয়োগ কাণ্ডে অন্যতম ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাকে তার আক্যাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছিলেন। হাজারে নগর ঘোরায়েই অনান্য একাধিক ব্যাঙ্ক আক্যাউন্টে এই টাকা সরিয়েছিলেন। আন। এখন আপাতত হাশি পাওয়া মোট ৪৪টি আক্যাউন্টের মধ্যে শান্তনুর সঙ্গে কী লেনদেন হয়েছে। আরও তার খবরে দেখতে হুই।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বরেন্দপুর, ২৩ মার্চ—মুর্শিদাবাদের বরেন্দপুর থানার পাকুড়িয়া মুসাহারার বাড়ির ভয়াবহ গৃহহিংসার কানাকাণ্ডে পুলিশ গ্রেফতার করার পাড়ায় মালিক মণ্ডির বেনোয়ারী বাচ্চু মজলুকে মিলিয়ে দোকান জ্বাওত জমি-বাড়ি-বনোয়ারীর সন্দেহে যুক্ত বাচ্চু মণ্ডির সূত্রে জানা যায়, বাড়িতে অইনধর্মের বোমা মণ্ডলি করে রাখার অভিযোগেই কান্ডা গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হৃৎস্পত্তিবার তাকে বরেন্দপুরে নিজেরা আশ্রয় দেওয়া হয়। হৃৎকে সাতদিনে পুলিশ হেজাভতে নেওয়ার আবেদন করেন বরেন্দপুর থানার তত্কালীক পুলিশ অফিসার। বিবার মুসাহার মণ্ডিই হৃৎকে পাল্টা পুলিশ হেজাভ করে রাখার নির্দেশ দেন।

এদিকে ধুতের স্ত্রী মান্নিপ মণ্ডল এদিন ফের দাবি করেন, তাঁর স্বামী এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁকে ফাঁসানোর জন্যই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ঘটনার সময় আমার স্বামী বাড়িতে ছিল না। সে জরুরি কাজে নবমবেলে গিয়েছিল। পুলিশ বাড়িতে এসে তদন্ত করার সবথেকে আগে গিয়েছিল থানায় দেখা করতে। পুলিশের কথা মতো ও থানায় দেখা করতে গিয়েছিল।

সেখানেই ওকে আটকে আজকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আমি আবারও বলছি, এই ঘটনার সঙ্গে আমার স্বামী একেবারেই যুক্ত নয়। তাকে ফাঁসানোর জন্য কেউ বা কারা বাড়িতে হয় বোমা ছুঁড়ে মেরোছে বা বোমাগুলি মজুত করে রেখেছিল। সঠিক এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হলে, সমস্তটা পরাধান পড়বে। পূত বাচ্চু মণ্ডল এক সময় কংগ্রেস কর্তৃকও বর্তমান সে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে তার স্বীকার দাবি।

প্রসঙ্গত, বিধবার দুপুরে বরেন্দ্রপুর থানার পালিকার
এলাকায় মিষ্টি ব্যবসায়ী বাচ্চু মক্কেলের বাড়ির পাছ দিকে
বোম্বা বিস্ফোরণের ঘটনটি ঘটে। বিকল শব্দে কঁপে ওঠে
গোটা এলাকা। বোমার আওয়াজে হারানি মণ্ডল নামের
প্রতিবেশী এক মহিলা জ্ঞান হারান। ঘটনার পরে এলাকায়
ব্যাপক চাঞ্চল্য ঘটে উদ্ভেজনা ছড়ায়। পুলিশ তদন্তে গিয়ে
একাকি বোমা বিস্ফোরণের কথা জানতে পারে। ঘটনার
সময় বাচ্চু মণ্ডল বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী বাড়ির একটু
দূরে আর্বিনা ফেলতে গিয়েছিলেন। মেয়ে পরীক্ষা দিতে
স্কুলে গিয়েছিল।

টেভার


পূর্ব বেলেওয়ে

নিম্নের বিধি(টি), পূর্ব বেলেওয়ে, মাদান, পোষ্ট
১৮১৮/১ বালকরাইয়া, কোমো-নামা, পিন-
৭০২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য
সহজ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যাক্তদের
স্বত্ব/এজেন্সি/ভিডালদেরকে বাণে ওপেন
ই-টেন্ডার আনুন কয়েমঃ জরিক নং-১। টেন্ডার
নং ১ ইল-এমএলটিই-ই-টেন্ডার-২০১।
কাজের নামঃ অমৃত ভারত কীরে অমৃত
এমএলটিই ভিকিটনে বিভিন্ন শেখেনে ফিলটের
বাবজ। টেন্ডার মূল্যমানঃ ১৮,৮১,১২,৪০২.১৯
টাকা। বায়ান্দান্দুলাঃ ২,৪৯,১০০ টাকা। জরিক
নং-২। টেন্ডার নং ১ ইল-এমএলটিই-
ই-টেন্ডার-২০২। কাজের নামঃ অমৃত ভারত
কীরে অমৃত এমএলটিই ভিকিটনে বিভিন্ন
শেখেনে এজেন্সিটেরে বাবজ। টেন্ডার মূল্যমানঃ
১১,৪৮,০৬,৪০১.০২ টাকা। বায়ান্দান্দুলাঃ
৭,২২,২০০ টাকা। টেন্ডার নম্বর মূল্য শনা
জরিক নং ১ ও ২ প্রতিরিত করা। ই-টেন্ডার
জরিক নং ১ ও ২ ২৩.০৩.২০২৩ তারিখ
কয়েমঃ ১০.০৪.২০২৩-৪ পুসর ৩.০০ টিকিট পাণ্ডি
কয়েমঃ ১ ও ২ প্রতিরিত করা। ওপেনই-টেন্ডার

৩৬A, Hemanta Gout Sarani, Kolkata-700011

WBIDF Ltd. invites E-Tender for
Subscription Renewal and Issuance of 30
Business Standard Licenses of WBIDF
Ltd. (2nd Call). Last date for submission of
online bid is on 30.03.2023 till 12.30 p.m.
Please visit www.wbidf.co.in and
<https://wbtdenders.gov.in> for further details.

Sd/- Sr. Manager (Estate)




**UNIVERSITY OF
CALCUTTA**

University of Calcutta invites
the e-tender vide [Ref.
E-Tender No. CE / ADM / 67 /
23 / 01 (2nd call) & Tender ID:
2023_CU_497735_1] & (E-
Tender No. E-tender / Eng /
CQ-518 / 22-23 & Tender ID:
2023_CU_491541_1), dated:
23-03-2023. For details
please visit:
wbtdenders.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে
টোকার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ২২২-এস/১/ডব্লিউ-II,
তারিখ : ২১.০৩.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে
মানোজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল
বিল্ডিং, ডিভিশনাল অফিস বিল্ডিং, কাজিহার স্ট্রিট,
শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত
কাজের জন্য অনলাইন ই-টোকার আওতাধীন কার্যক্রম
টোকার নম্বর : টিএন-১৬৮-২২-২৩। কাজের
নাম : শিয়ালদহ ডিভিসনে [০১ (এক) বছরের

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টোকার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ইএলএস/এটিএইচ/০৪/১২-০৬৩৮, তারিখঃ ২১.০২.২০২০।
সিনিয়র ডিউটিনার্স ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ ইন্সপেক্টর (এটিএইচ/১২) যা হল, বর্তমান বিদ্যুৎ, শিফালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪।
নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টোকার ইঞ্জিনার পরামর্শে স্টেশন মাস্টার নং ইএলএস/এটিএইচ/০৪/১২-০৬৩৮। কাজের নামঃ (১) সোনাপুপুর ইলেক্ট্রিক্যাল শেডে রেলো মাল্টিফ্যাসিলিটি (হিটল) প্রাইভেট লিমিটেড নিরীক্ষা ১টি ১০/৫ টন ইওটি রেনে ও ১টি ৩৫ টন ইওটি রেনে, (খ) নারেলডাঙ্গা ইলেক্ট্রিক্যাল শেডে সারামো সিলিং ১টি ২৫/৫ টন ইওটি রেনে ও স্ট্রাকচার নিরীক্ষা ১টি ২৫ টন ইওটি রেনে, (গ) বারাসাত শেডে গ্রাউন্ড নিরীক্ষা ২টি ৩০/৭-৩ টন ও ৩টি ৫ টন রেনে এবং (৪) মাদান্যাই ইলেক্ট্রিক্যাল শেডে সারামো সিলিং নিরীক্ষা ২টি ৩৫/৫ টন ইওটি রেনে ও রোজা নিরীক্ষা ১টি ১৫/৭-৩ টন ইওটি রেনে-এর জন্য ১ বছর সমালোচনা জন্য ব্যক্তিগত কনসাল্ট্যান্ট (স্টেশন ইঞ্জিনিয়ার) ২০২০। ২১,০৮.০১.২০২০।
স্টেশন নথিঃ মাস্টার নং পূর্ব। বাক্সনাম্বাঃ ১৪৮,০০০।
টাকা। সম্পন্নোয়ের সমসীয়াঃ ১০১ বছর। বছরের তারিখঃ ১২.০৫.২০২০ তারিখে দুপুর ১২য়।
টোকার বিজ্ঞপ্তি বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সোনাপুপুর ইএসু। কবঃ শাশোবাই ও ডেব্রাসাইট।
www.ireps.gov.in এ পড়া যাবে।
(SDAH-324/2022-23)
টোকার বিজ্ঞপ্তি ব্যালেন্সিং www.ir.indianrailways.gov.in
www.ireps.gov.in এ পড়া যাবে।
মহানন্দ কল্লক কলঃ **📞 Eastern Railway**
Eastern railway headquarter

 **ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লি.**
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
CIN No. U27310WB1992GOI003630
কর্পোরেট এবং রেজিস্টার্ড অফিস
“কাকারিয়া সেক্টর”, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল,
২/১, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১

এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানি আইন, ২০১৩ অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে যা বিনিয়োগ (আ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং বিজ্ঞপ্তি)। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, আইন এবং নিয়মগুলি, অন্যান্য বিষয় বা দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার লভ্যাংশ অবিলম্বে সাত বছর বা তার ডিমাট আকাউন্টে অপ্রেরিত বা তার

যোগাযোগ পাঠের নিকটই শেয়ার করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানির ওয়েব পেজে কোম্পানির বিবরণ, শেয়ার হোল্ডারদের নাম, শেয়ারের সংখ্যা, বর্তমান শেয়ারের বাজার দাম ইত্যাদি তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

অন্যভাবে কর্মে মনো রাসনে (যে লাভাণ্ডা) যত্ন দিয়ে উল্লিখিত আরেবের মধ্যে লাভাণ্ডা নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে আর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শেয়ারার শেয়ার হস্তান্তরে অন্য প্রয়োজনীয় নথি

ক) **নিখতিথার আকারে** অর্থীশ স্যাটিসফিক্ট (গুলি) পরিবর্তে নতুন দেয় এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাদি সম্পন্ন করে স্থানান্তর করা হয়ে। শেয়ারারকে স্যাটিসফিক্ট (গুলি) বাতিল এবং আরে

ক) **ডিমাত আকারে** রাখা শেয়ারের কর্ম কর্পোরেট অ্যাকান কার্যকর করা আকারউটে থাকা শেয়ারগুলি ডেবি অনুকূলে এই জাতীয় শেয়ারগুলি হস্তান্তরিত শেয়ারায়েন্ডারের আরও অ উদ্ভূত সমস্ত ভবিষ্যৎ সুবিধাগুলিও অ

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে কোম্পানী
পরিশ্রম এবং ইতিবাচক স্যোয়ারের
কর্তৃপক্ষকে একটি হস্তান্তর করা দেবে
স্যোয়ারহোল্ডার লক্ষ্য করতে পারে
স্যোয়ারগুলি আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত
স্যোয়ারগুলিতে সমস্ত সম্পদ স্থানান্তরিত
স্যোয়ারহোল্ডার আইইপিএফ থেকে
www.iepf.gov.in-এ উপলব্ধ রয়েছে।
অন্যান্য নথি যোগান জমা দিয়ে
কোম্পানীর কাছে নমুনা স্বাক্ষর করা
নির্দিষ্ট তারিখে প্রয়োজনীয় নথিপত্র
যদি স্যোয়ারহোল্ডারের কোনো প্রশ্ন
প্রয়োজন হয়, তারা নিম্নে এজেন্টদের
রেজিস্টার এবং ট্রাফিক এজেন্টদের
আসত রফ, পি-২২, ব্যান্ডেল রোড,
৪০১৭ ৬৭০০, ফাল্লুর : ৩৩৩-৪৮৫৯
ওয়েবসাইট : www.cbml.com

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.০৩.২০১৭

উক্ত অল্পপ্রতিষ্ঠাগুলি এবং/বা জাতিমাদ্যোগ্যতাকে (প্রযোজ্যমতে) ২০০২ সালের সারসংক্ষেপ আইনের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত নির্দেশি মোতাবেক নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যবহৃত বকেয়া এবং পরবর্তী সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ আদায় দিলে সারসংক্ষেপ দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট আইনের ১০১(১০) ধারার অধীনে প্রদত্ত করা হচ্ছে ব্যাংকের কাছ থেকে আদায় লিখিত অনুবর্তি বা তীত উক্ত জাতিমাদ্যোগ্যতায় সন্নিবেশ (সোপান) প্রদানের প্রয়োজন্য বাতীত। নোটিশ প্রদানের পরেও সারসংক্ষেপ নোমেন্ডাভেরি বিক্রি, লিখিত আদায়ের হস্তান্তর বা কর্তৃক সংকটের কারণে, উক্ত আইন অধীনে নির্ধারিত বিবৃতিতে সর্জনস্বত্বের পরেও তা আদায় করার শাখা/ঘোষা প্রদানের প্রয়োজন্য প্রদানের প্রণালী হবে। সংশ্লিষ্ট আদায়/আয়ের যথাযথ হিসেব সংশ্লিষ্ট জাতিমাদ্যোগ্যতায় বিক্রি করা হলে তার থেকে আয় হওয়া অথবা ব্যয়ের নিকট জমা বা পাঠাতে হবে। সংশ্লিষ্ট আদায়/আয়ের যথাযথ হিসেব সংশ্লিষ্ট জাতিমাদ্যোগ্যতায় বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ২৪.০৩.২০২৩, স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক



AAVISHKAAR GROUP

AROHAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Registered Office: PTI Building, 4th Floor DP 9, Salt Lake, Sector V, Kolkata - 700091, West Bengal
T: +91 33 4015 6000 | CIN: U74140WB1991PLC053189

PUBLIC NOTICE

নিয়ামকমন্ডল নির্দেশ অনুযায়ী জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি - নন-ব্যাখি ফিন্যান্সিয়াল কর্পার - পদ্ধতিগতভাবে ওভারবর্স নন-ডিপাণ্ডিট প্রণয়নকারী কর্পার এবং ডিপাণ্ডিট প্রণয়কারী কর্পার (রিজাউ ব্যাঙ্ক) নির্দেশ 2016, ডায়রী নং সেক্টর-১, 1. 2016, আরোহন ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সোশিয়ালোজি এবং ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশোধিত (আরবিআই মাস্টার নির্দেশাবলী) (আরবিআই বৈজ্ঞানিক নং B.05.02932)

[illegible][illegible]

বিনোদন



‘ক্ষমা’ চেয়ে ধুয়ে দিলেন কঙ্গনা

মুম্বই: সে আপনি তাঁকে বিতর্ক কুইন বলুন বা ঝগড়াটে। তাতে কঙ্গনা রানাউত্তের কিছু যায়-আসে না। সমস্ত নিন্দা উড়িয়ে তিনি থাকেন বহাল তবিরেই। কিন্তু সদা বিতর্কে থাকা কঙ্গনার এরূপ ভোলবদল হজম করা একটু কঠিন। ২৩ মার্চ, ৩৬ তম জন্মদিনে কঙ্গনা হঠাৎই ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করে সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা।

কঙ্গনা আর ক্ষমা প্রার্থনা! ভাবছেন এটা কি হল? বৃহস্পতিবার কঙ্গনা তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে সবুজ রঙের জমকালো শাড়ি, গলা ভরতি গয়না পরে একেবারে অন্যরকম সেজেছেন কঙ্গনা। সেই ভিডিওতেই কঙ্গনা জানান, “আমার শত্রুরা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। আমি যতই সফল হই না কেন, আমাকে টেনে নামাবেই। তবে হ্যাঁ, এই মানুষদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সংগ্রাম



করার শক্তি পেয়েছি। তাঁদেরকে ধন্যবাদ। আর সমাজের খাতিরে অনেক সময়ই অনেককে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছে, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার মনে স্নেহ এবং সুন্দর ভাবনাই রয়েছে।’

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে কঙ্গনার ঝুলিতে বলার মতো কোনও হিট নেই। অভিনেত্রীর শেষ হিট সিনেমা ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস’। আগামীতে কঙ্গনার ভরসা ‘তেজস’, ‘এমারজেন্সি’র মতো সিনেমা। সম্প্রতি রাঘব লরেন্সের সঙ্গে ‘চন্দ্রমুখী ২’ সিনেমার শুটিংও শেষ করেছেন বলিউডের ‘কন্সট্রাক্টিভ কুইন’।



কলকাতা: টলিউডেও কি এবার ওরফে ভূত সওয়ার। অভিনেত্রী মনামীকে দেখে তো তেমনটাই বলছেন নেটিজেনরা। ৪০ ছুঁয়েও তরী যুবতীর মতো শরীর মনামীর। ইদানীং ছোটখাটো পোশাকে ছবি দিয়ে আরও উষ্ণতা বাড়িয়েছেন। বাড় তুলছেন অনুরাগী হৃদয়ে। সম্প্রতি সেই ধারা বজায় রেখে

উরফির মতো এবার খুলে বেরোবে রাস্তায়, ফের কটাক্ষ মনামীকে

গাউনের উপরিভাগে চামড়ার বজ্রখাঁটুনি। তাতেই কিছুটা সামলানো গিয়েছে মনামীর উচ্ছ্বল যৌবন, খোলা পিঠ। বাঁ দিকের স্তনের নীচে পিচ রঙের চামড়ার কিছুটা রেশ নিয়ে শুরু হওয়া বজ্র। এক দিকে হালকা গোলাপি বজ্রখণ্ডের আড়াল। গোড়ালি ঢাকা সেই গাউনের নীচে বজ্র রঙের হাই ছিল। সব মিলিয়ে পিচ সাজে মনামীর জৌলুস ছিল আলাদাই। সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে পা রাখার ভিডিও। যা দেখে মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা। কেউ কেউ মন্তব্য করছেন, ‘যত বয়স বাড়ছে, জেগ্না যেন ফেটে পড়ছে।’ তবে এর সঙ্গে জুটেছে কটাক্ষও। খোলামেলা পোশাকে মনামীকে দেখে মন্তব্য এল, ‘উরফির মতো সবাই এ বার খুলে বেরোবে রাস্তায়। আর ক’টা দিন!’

আগেও ধাতব পোশাকে মনামীর ছবি দেখে তাঁর সঙ্গে উরফির তুলনায় ভরেছিল নেটদুনিয়া। এ বার পিচ সাজে অভিনেত্রীকে দেখে মন্তব্য এল, ‘কাজের বেলায় কিছু না, হাবোভাবে যেন দীপিকা পাডুকোন!’

৭ দিন 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড'এ



আসন্ন 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড' বিয়োলাট শোয়ের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন কপিল দেব, জায়েদ শেখ, কৌশিক ঘোষ, সুমেদ পাটোদিয়া, হায়দার খান, পবন পাটোদিয়া, বরুণ গোগোয়ে এবং উমা বিশাল আগরওয়াল।

ক্রিকেট কিংবদন্তি কপিল দেব সঙ্গে শিল্পপতি পবন কুমার পাটোদিয়া, কৌশিক ঘোষ, অভিনেতা জাইদ হামিদ, উমা বিশাল আগরওয়াল এবং বরুণ গোগোয়ে কে নেই এখানে? বাকি আর পাঁচটা রিয়ালিটি শো থেকে এখানেই পার্থক্য 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড'এর। সুইজারল্যান্ডের মনোরম পরিবেশে প্রথম শো। প্রথম শোতেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বাজিমাট করেছে 'ড্রাইভিং উইথ লেজেন্ড'।

পদার পিছনে এবং সামনে থাকা বাস্তব জীবনের হিরোদের নিয়ে তৈরী এই শো প্রযোজিত করতে চলেছে দি লেজেন্ড স্টুডিও এলএলসি।

বিখ্যাত শিল্পপতি এবং ক্রীড়া উদ্যোক্তা সিএ পবন কুমার পাটোদিয়া, এজি গ্রুপের রিয়লে এস্টেট মোগল বরুণ গোগোয়ের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এই শোটি আনতে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছেন সিনেমা প্রযোজনায় অভিজ্ঞ বিশাল আগরওয়াল এবং জায়েদ হামিদ-এর উপস্থিতি।। চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং চলচ্চিত্র শিল্পে, এবং সুইজারল্যান্ডের বাসিন্দা কৌশিক ঘোষ তার ভূমণ

অভিজ্ঞতাকে এখানে এখানে কাজে চলেছে। কৌশিক ঘোষ জানান, এই শোতে একজন কিংবদন্তি এবং আরও কিছু সেলিব্রিটি যাদের সাথে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ জন ভক্ত সুইজারল্যান্ডে ৭ দিনের ড্রাইভিং ট্রিপে যোগ দেবেন। এই ১০ ভাগ্যশালী ভক্তদের আমরা একটি বিশ্বব্যাপী অনলাইন অডিশনের মাধ্যমে সিলেক্ট করব। শোয়ের প্রথম অধ্যায়টি কিংবদন্তি কপিল দেবকে নিয়ে। যিনি ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছে জনপ্রিয় পরিচালক হায়দার খান, যিনি ইতিমধ্যেই কপিল দেবের চরিত্রে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়া হায়দার খান ইতিমধ্যে বিশ্বের সেরা ফটেোগ্রাফারদের মর্যাদাও পেয়েছেন। এছাড়া এই শোয়ে দেখা যাবে পল নুবার, নেসলে গ্রুপের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কৃষ্ণা অভিষেক, সুদেশ লেহরি, জান কুমার সানু, এবং এশা গুপ্তারকে।

বিশ্ব পুতুল নাট্য দিবস পালনে ডলস থিয়েটার

বিশ্ব জুড়ে ২১শে মার্চ পালিত হয় পুতুল নাট্য দিবস। প্রত্যেক বছরের মতো এই বিশেষ দিনের কথা মনে রেখে কলকাতার ডলস থিয়েটার আয়োজন করে এক বিশেষ অনুষ্ঠান কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে ছোট ছোট শিশুরা প্রদীপ জ্বালিয়ে। পরিবেশিত হয় কার্লো কলোডি রচিত ইতালিয় রূপকথা অবলম্বনে পুতুল নাটক ‘পিনোকিও’। ইতালিতে

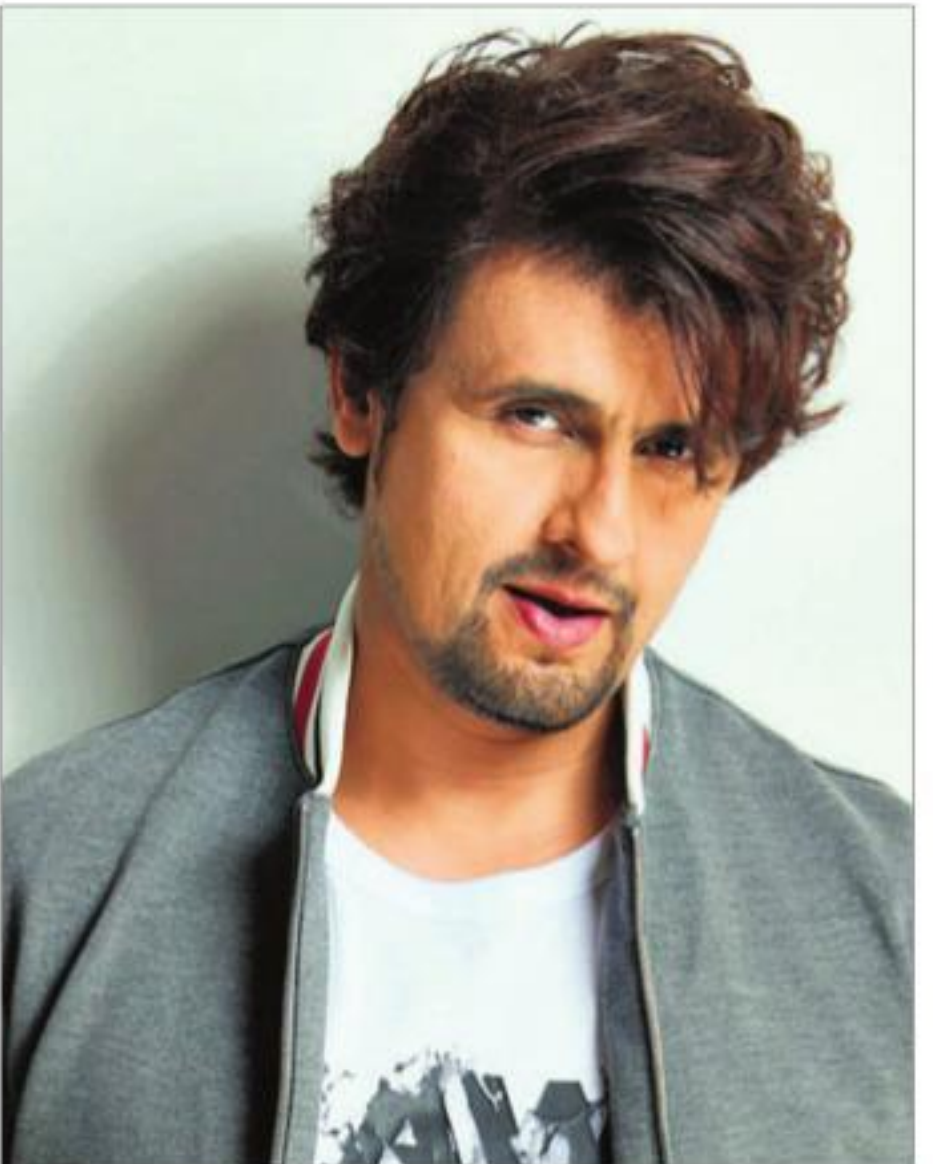


গেপেট্টো নামে এক কাঠ মিস্ত্রি একটি কাঠের পুতুল তৈরী করে। যার নাম দেয় পিনোকিও। যে কিনা হাটতে পারে, কথা বলতে পারে এবং খেলাতে পারে। এই পিনোকিও নিয়ে পুতুল নাটক মঞ্চস্থ হয়। যার নির্দেশনায় ছিলেন আন্তর্জাতিক

খ্যাতি সম্পন্ন পাপেট শিল্পী সুদীপ গুপ্ত। সঙ্গে ছিল নট এ স্টোরি টেলার নির্বেদিত ‘দুই পাখির ইচ্ছে পূরণ’। শিল্পী সুদীপ গুপ্ত জানান, সাড়া বছর পুতুল নিয়ে কাজ করলেও এই বিশেষ দিনটির গুরুত্ব আলাদা। এই বিশেষ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে

রাখা একান্ত দরকার। অনুষ্ঠানে ছোটদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এই দিনের অনুষ্ঠানে ডলস থিয়েটারের পক্ষ থেকে পুতুল নাটকের স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

সোনু নিগমের বাবার ফ্ল্যাটে নগদ ৭২ লক্ষ থাবা চোরের



মুম্বই : এক-দুই নয় পুরো ৭২ লক্ষ। এই ৭২ লক্ষই চুরি হয়েছে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী সোনু নিগমের বাবার ফ্ল্যাট থেকে। চুরির অবশ্য কিনারায় করে ফেলেছে পুলিশ। সোনুর প্রাক্তন গাড়িচালককে গ্রেফতার করে চুরির মীমাংসা মেরেছে মুম্বইয়ের ওশিয়ারা থানার পুলিশ। ফ্ল্যাটে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজেই নাকি প্রাক্তন চালকে দেখা গিয়েছে চুরি করতে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪, ৪৫৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সোনুর বাবা আগামকুমার নিগম ওশিয়ারায় থাকেন। গত রবিবার মেয়ে নিকিতার ভারসোভার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ফিরে মেয়েকে ফোন করে জানান, তাঁর ঘরে থাকা কাঠের আলমারির

ডিজিটাল লকার থেকে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। পরদিন ভিসা সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য সোনুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সেদিনও বাড়ি ফিরে দেখেন ৩২ লক্ষ টাকা উধাও।

মোট ৭২ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার দুদিনই সোনুর বাবা বাড়িতে না থাকাকালীন বাড়িতে এসেছিলেন তাঁর প্রাক্তন গাড়িচালক রেহান। সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যেতেও দেখা যায়। ওই সূত্র ধরেই পুলিশের কাছে রেহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তাঁর সন্দেহ, ড্রিলকেট চাবি ব্যবহার করেই রেহান ওই ঘরে ঢুকেছিল। চাকরি হারানোর আক্রোশে চুরি নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও কারণ, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।



খবরে দেশ-বিদেশ

আদানি ডোবানো হিন্ডেনবার্গের ঘোষণা, ফের আরও এক বিস্ফোরক রিপোর্ট

দিল্লি, ২৩ মার্চ— তাদের আগের রিপোর্টেই ধস নামে বিশ্বের ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আদানিতে। তাতে তেলপাড় ভারতের সংসদ থেকে রাজনীতির ময়দান। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ঘোষণা করল তারা অচিরেই আরও একটি বিস্ফোরক রিপোর্ট প্রকাশ করতে চলেছে।

ভবিষ্যতের সেই রিপোর্ট নিয়েই এবার তেলপাড়। প্রশ্ন শুরু হয়েছে, তেভেও কি ভারতেরই কোনও কোল্কারি ফাঁস করতে চলেছে তারা? এ সব প্রশ্নের জবাব নেই সংস্থার টুইটে। তবে জল্পনা চরমে



উঠেছে।

তাদের আগের রিপোর্টে ভারতীয় ধনকুবের গৌতম আদানির সংস্থার

রিপোর্টের জেরে আদানির কোম্পানির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য এই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই গত বছর সপ্তাহ তিন হাজার কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে আদানিদের, এমনটাই এমথিএম হুর্কন গ্লোবাল রিচ লিস্ট নামে আন্তর্জাতিক সংস্থার বৃথবার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, আদানিদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬০ শতাংশ। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর আদানিদের মোট ক্ষতির কোনও হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

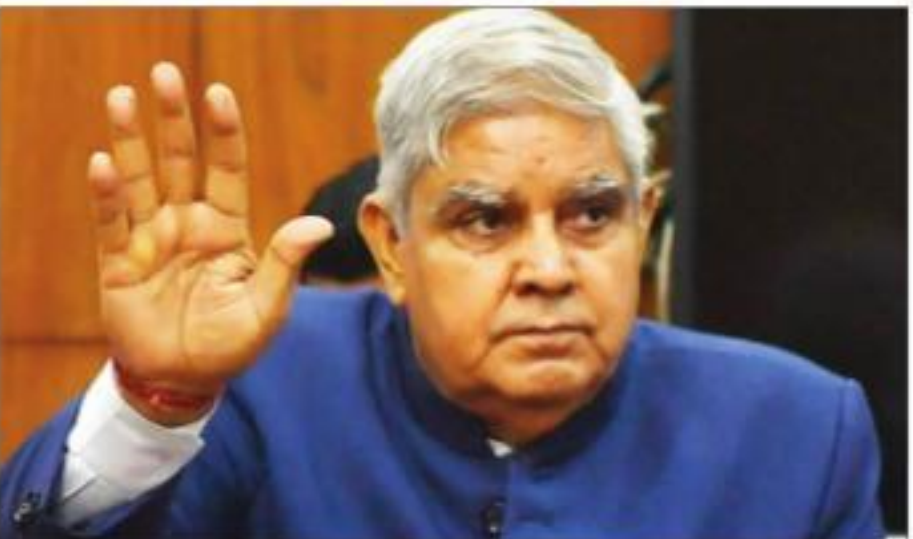
কিন্তু রাজনীতির পারা নামছে না রিপোর্টের জেরে আদানির কোম্পানির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য এই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই গত বছর সপ্তাহ তিন হাজার কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে আদানিদের, এমনটাই এমথিএম হুর্কন গ্লোবাল রিচ লিস্ট নামে আন্তর্জাতিক সংস্থার বৃথবার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, আদানিদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬০ শতাংশ। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর আদানিদের মোট ক্ষতির কোনও হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু রাজনীতির পারা নামছে না রিপোর্টের জেরে আদানির কোম্পানির বিপুল ক্ষতি হয়েছে। অবশ্য এই রিপোর্ট প্রকাশের আগেই গত বছর সপ্তাহ তিন হাজার কোটি টাকা করে ক্ষতি হয়েছে আদানিদের, এমনটাই এমথিএম হুর্কন গ্লোবাল রিচ লিস্ট নামে আন্তর্জাতিক সংস্থার বৃথবার প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে, আদানিদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৬০ শতাংশ। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর আদানিদের মোট ক্ষতির কোনও হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি।

মাঠে ধনকড়, বৈঠকে থাকতে এমপিদের হুইপ বিজেপির

দিল্লি, ২৩ মার্চ— সংসদের অচলাবস্থা কাটাতে মাঠে নামলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। সব দলকে অবশেষে বৈঠকে ডাকলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়। সকাল ১১টা অধিবেশন বসার আগে এই বৈঠক হওয়ার কথা। লোকসভায় স্পিকার ওম বিড়লাও সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন কি না এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।এদিকে, বিজেপি দলের সব সাংসদকে বৃহস্পতিবার সংসদে হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছে। সাধারণত ফিন্যান্স বিল পাশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দিনে এই হুইপ জারি করে সদস্যদের হাজিরা নিশ্চিত করা হয়। রীতি ভেঙে বিজেপি সংসদীয় দল কেন বৃহস্পতিবারও হাজির থাকতে হুইপ জারি করেছে তা স্পষ্ট নয়।

অন্যদিক, রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে অবিলম্ব বিজেপি। এই পরিস্থিতিকে হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের বৃহস্পতিবারের ঘোষণা ঘিরে তুমুল কৌতুহল ও জল্পনা তৈরি হয়েছে। বলাইবাছলা শাসক শিবিরই শঙ্কিত বেশি।



নিতে পারে সরকার পক্ষ। সোম ও মঙ্গলবার অধিবেশন অল্প সময়ের জন্য হয়ে মূলতুবি হয়ে গেলেও সরকার বেশ কয়েকটি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে।মেনে করা হচ্ছে আজও একইভাবে একাধিক বিল পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। এমনিতেই বিরোধীদের আশঙ্কা, সংসদ পূর্ণ সময় চলবে না। পূর্ব ঘোষণা মতো ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সংসদ চলার কথা। রাহুলের ক্ষমা চাওয়া এবং আদানি ইস্যুতে জেপিসি গঠনের দাবি ঘিরে অচলাবস্থা আজকালের মধ্যে না কাটলে অধিবেশন মাঝপথে বন্ধ করে

দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা বিরোধীদের। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার এই রাস্তায় হেঁটেছে সরকারপক্ষ। বাজেট অধিবেশনেরও পরিণতি তেমন হলে এই প্রথম কোনও আলোচনা, বিতর্ক ছাড়াই সব মন্ত্রকের বাজেট শাসক পক্ষের সাংসদদের ধনি ভোটে পাশ করিয়ে নেওয়া হবে। তার অর্থ সেগুলি নিয়ে সংসদে কোও আদানি ইস্যুতে জেপিসি গঠনের দাবি ঘিরে অচলাবস্থা আজকালের মধ্যে না কাটলে অধিবেশন মাঝপথে বন্ধ করে

বেঙ্গালুরুতে স্ত্রীকে কুপিয়ে ছেলেকেও খুনের চেষ্টা

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ— বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বেঙ্গালুরুর সরাইপালা এলাকায়। সূত্রের খবর, তারা দু’জনেই কলকাতার বাসিন্দা। শুধু নিজের স্ত্রীকে হত্যাি নয়, মহিলার সন্তানকেও খুনের চেষ্টা করেন তিনি।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ নিহত মহিলার নাম তাহসিন বেবি (৩২)। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরে তারা জানায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ সোহেল এবং নিহত মহিলার ১৪ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের দু’টি সন্তানও রয়েছে। প্রায় আটবছর আগে তারা সবাই বেঙ্গালুরুতে চলে যায়। সেখানে কেজি হাল্লি এলাকায় থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পরেই পেশায় দর্জি সোহেল জানতে পারেন, সৈয়দ নাদিম নামের এক গাড়ি চালকের সঙ্গে তাহসিনের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে।

এরপরই সোহেল নিজের পরিবারকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সোহেলের স্ত্রী তাঁদের ছেড়ে চলে যান। পরে জানা যায়, তাহসিন বেঙ্গালুরুতে গিয়ে নাদিমের সঙ্গেই নতুন করে সংসার পেতেছেন। তাঁদের এক সন্তানও হয়।এরপর থেকেই তাকে তর্কে ছিলেন সোহেল। অবশেষে সোমবার রাতে সোহেল আবার বেঙ্গালুরুতে যান। অভিযোগ, তাহসিনের নতুন ঠিকানায় পৌঁছতেই দু’জনের মধ্যে জোর চর্চসা বাঁধে। এরপর হঠাৎই ছুরি নিয়ে আক্রমণ করেন সোহেল। তাহসিনের গলা কাটার পর ঠুর ছেলেকেও হত্যার চেষ্টা করেন।

ঝাড়খণ্ডে চার দিনের শিশুকে পায়ে পিষে মারল পুলিশ

রাঁচি, ২৩ মার্চ— চার দিনের শিশুর মমাস্তিক মৃত্যুতে অভিযুক্ত খোদ পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশকর্মীদের পায়ের তলায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুটির। ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের। শিশুমৃত্যুর কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সরেন। প্রাথমিক তদন্তের পর ৬ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে।

সাসপেন্ড করা হয়েছে ৫ পুলিশকর্মীকে। ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের গিরিডি জেলার কোসোগভন্ডি গ্রামের। শিশুটির ঠাকুরদার নাম ভূষণ পাণ্ডে। তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি জামিন অযোগ্য পরওয়ানা জারি হয়। এর পরিস্থেকিতেই বুধবার ভূষণের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। যদিও পুলিশ পৌঁছানোর আগেই বাড়ি ছেড়ে পালান তিনি। কিন্তু তাঁকে ধরতে ছড়মুড় করে পুলিশকর্মীরা বাড়িতে ঢোকায় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রতিবেশীদের দাবি, মেঝেতে পোষানো ছিল শিশুটিকে। বাড়িতে ঢোকার সময় পুলিশকর্মীদের পায়ের তলায় পড়ে যায়। শিশুর মা নেহা দেবীর অভিযোগ, বাড়ির সবকটি ঘরে তন্মাত্রি চালায় পুলিশ বাহিনী। আমরা তখন ভয়ে সরে যাই। ফিরে এসে দেখি মেঝেতে নিখর হয়ে পড়ে রয়েছে শিশু। পরিবার অভিযোগ করেছে, অভিযুক্তকে না পেয়ে শিশুটিকে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছে পুলিশ।

বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে পালানোর অপরাধে যুবকের নাক কাটা গেল

জয়পুর, ২৩ মার্চ— বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে নাক কেটে দেওয়া হল রাজস্থানের এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের আজমীরে নাগপুর জেলায়। অভিযোগ বিবাহিত মহিলার পরিত্যক্তরাই তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং নাক কেটে দেয়। এমনকী পুরো ঘটনাটাই ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই ব্যক্তির।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারীর নাম হামিদ। তিনি পর্বতসারের বাসিন্দা। এই বছরের জানুয়ারি মাসে ওই ব্যক্তি একজন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আজমীরে থাকতে শুরু করে। সেই খবর ওই মহিলার বাড়ির লোক পেয়েই ওই ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যায় এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত একটি মেশিন দিয়ে তাঁর নাক কেটে ফেলে। অভিযোগকারী তাঁর বয়ানে জানান, ওই মহিলার বাড়ির লোক তাঁকে রুড এবং লাঠি দিয়ে বীভৎস ভাবে পেটায়। তারপর তাঁকে মারত লোকের কাছে নিয়ে গিয়ে নাক কেটে দেয়।হামিদ গত সোমবার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে অভিযুক্তদের হেফাজতে নেওয়া হয়।

মন্দায় আশার আলো ভারত, চলতি বছরে কর্মচারীদের বেতন বাড়তে পারে ১০.২ শতাংশ

দিল্লি, ২৩ মার্চ— প্রতিবছরই ভারতের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে একটি সমীক্ষা করে আর্নস্ট ও ইয়ং নামে দু’টি পেশাদার সংস্থা। তাদের সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ভারতে বেতন বৃদ্ধির গড় পরিমাণ ১০.২ শতাংশ। তবে চলতি বছরে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন মূলত তিনটি ক্ষেত্রের কর্মীরা। বিশ্বব্যাপী মন্দার জেরে ভারতীয়দের আর্থিক সুরক্ষা মন্ডারে ব্যাহত হবে না বলেই দাবি রিপোর্টে।

সমীক্ষায় আরও জানা গিয়েছে, চলতি বছরে প্রায় ১২.৫ শতাংশ বাড়বে ই কর্মসংস্থার কর্মীদের বেতন। নানা বেসরকারি ক্ষেত্রে যাঁরা কর্মরত, তাঁদের বেতন ১১.৯ শতাংশ বাড়তে পারে। তথাপ্রযুক্তি কর্মীদের বেতন ১০.৮ শতাংশ বাড়বে বলেই দাবি সমীক্ষার রিপোর্টে।

বিশ্বব্যাপী মন্দার সেরকম প্রভাব পড়বে না ভারতে। চলতি বছরে ভারতে বেতনের

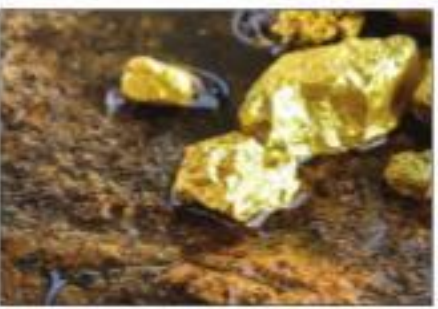


পরিমাণ প্রায় ১০.২ শতাংশ বাড়বে বলে জানা গিয়েছে।

তথাপ্রযুক্তি সংস্থা, ই কর্মসংক্ষেপগুলিতে বেতনের পরিমাণ আরও বেশি বাড়বে বলেই দাবি করছে সাম্প্রতিক রিপোর্ট। তবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীরা সমস্যার মুখে পড়বেন। কারণ মন্দার জেরে তাঁদের বেতন কমার সম্ভাবনাই রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরে ভারতে বেতন বৃদ্ধির গড় পরিমাণ ছিল ১০.৪ শতাংশ। মন্দার জেরে ইতিমধ্যেই নানা সংস্থায় ব্যাপক হ্রাসের ছটাই শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক দুরাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে গোটা বিশ্ব। ভারতে এই অবস্থার ব্যাপক প্রভাব না পড়লেও, কিছু সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। ২০২২ সালের বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৪ শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরে তা কমে যাবে। সেই সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরাও আর্থিক সমস্যায় পড়বেন।

৫০ টনের সোনার খনির খোঁজ চিনে



বেজিং, ২৩ মার্চ— চিনে সোনার খনির অভাব নেই। হুদু ধাতু চিনের অর্থনৈতিকেও প্রভাবিত করে। এবার চিনে আরেকটি নতুন সোনার খনি আবিষ্কার হয়েছে।

সূত্রের খবর, নতুন খনিতে ৫০ টন সোনা থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব চিনের শ্যানডং প্রদেশে হদিশ মিলেছে সোনার খনির। উল্লেখ্য, শ্যানডং খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ একটি এলাকা। এখানে সোনার একাধিক খনিও রয়েছে। এবার আরও একটি সোনার খনির খোঁজ মিলল। চিনের অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়তে তা বলাই যায়।

নতুন সন্ধান পাওয়া ওই খনিটি শ্যানডং-এর এখনও পর্যন্ত বৃহত্তম স্বর্ণখনি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শ্যানডং-এর ওই এলাকায় নতুন খনির সন্ধান যে মিলতে পারে, বিশেষজ্ঞরা তা অনুমান করেছিলেন। দীর্ঘ ৮ বছর যাবৎ অনুসন্ধানের পর ওই খনির খোঁজ পাওয়া যায়। নতুন ওই সোনার খনির নাম শিলাওকোউ খনি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে এই খনি।

বিমানবন্দরে লম্বা লাইনের দিন শেষ

দিল্লি, ২৩ মার্চ— সিকিউরিটি চেকিংয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপের

পাথে দেশদিল্লি, ২৩ মার্চ— সিকিউরিটি চেকিংয়ের আগে ব্যাগ থেকে সমস্ত বৈদ্যুতিক সামগ্রী বের করার বধ্যব্রাত থেকে মুক্তি মিলবে খুব শীঘ্রই। আর এই মুশকিল আসান করবে অত্যাধুনিক কর্মপণ্ডিতে টোমোগ্রাফি যন্ত্র। যা দেশের প্রতিটি বিমানবন্দরে ইনস্টল করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে পালমেটোরি স্ট্যান্ডিং কমিটি।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে এই বিষয়ক তথ্যও জমা করেছে এই কমিটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জমা করা সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি বছর দেশের প্রতিটি ছোট বড় শহরে যাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময় যাত্রীদের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ, ট্যাব, স্মার্ট ওয়াচের মতো বৈদ্যুতিক সামগ্রীগুলি বের করে দিতে হয়। তারপর সেগুলি একটি স্ক্যানারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যাবতীয় পরীক্ষার পর এক এক করে জিনিস ফেরত পান যাত্রীরা। গুচ্ছ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্থিক দুরাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে গোটা বিশ্ব। ভারতে এই অবস্থার ব্যাপক প্রভাব না পড়লেও, কিছু সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। ২০২২ সালের বেতন বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৪ শতাংশ। কিন্তু চলতি বছরে তা কমে যাবে। সেই সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিরাও আর্থিক সমস্যায় পড়বেন।



প্রি-কোয়ার্টারে সিঙ্কু-প্রণয়

সিঙ্কি— দু'বারের অলিম্পিকে পদক জয়ী এবং প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই পিভি সিদ্ধ দারশ গুরু করনেন সুইস ওপেন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায়। প্রথম রাউন্ডের খেলায় তিনি সহজেই জয় তুলে নিলেন সুইজারল্যান্ডের শাটলার জেনজিরার বিরুদ্ধে। এই জয়ের সুবাদে তিনি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন মেয়েদের সিঙ্গেলসের খেলায়। সিদ্ধ জয় তুলে নেন ২১-৯, ২১-১৬ গেমে। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় সিদ্ধ মুখোমুখি হবেন ইন্দোনেশিয়ান শাটলার গুর্তি কুসামার। অন্যদিকে, ছেলেদের খেলায় বিশ্বের নয় নম্বর ভারতীয় তারকা শটলার এইচ এস প্রণয়ও ছেলেদের প্রতিযোগিতায় প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়ে গুরু করে প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা করে নিলেন। তিনি জয় তুলে নেন সি ইউ কুয়ের বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল ২১-১৭, ১৯-২১, ২১-১৭ গেমে।

মুখ খুললেন শিবরামাক্ষরণ

সিঙ্কি— কি সমস্যা রাহুল দ্রাবিড়ের? এটা এমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আরও একবার প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার শিবরামাক্ষরণের উক্তিতে। বুধবার ভারতের ঘরের পর তিনি একটি টুইট করেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘ভারতীয় দলের সঙ্গে আমি লেগ স্পিনার বোলিং কোচ হিসাবে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় তা চায় নি। ও বলেছিল যে, আমি খুবই সিনিয়র। আমার সঙ্গে স্পিনারদের নিয়ে কাজ করতে অসুবিধা হবে ওর।’ এরপর রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে নানান সমালোচনা চলছে। ভারতীয় দলে স্পিন বোলিং দায়িত্বে আনা হয় সাইরাজ বাহুগুন্নে। তাঁকে কাজে রাখল দ্রাবিড় নিয়ে আসেন। কিন্তু তারপরেও স্পিনারদের খেলায় খামতি রয়েছে।

বাংলাদেশ সিরিজ জিতল

চট্টগ্রাম — ঘরের মাঠে আইরিশ বধ করল বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের সিরিজও জিতল তারা। আয়ারল্যান্ডকে মাত্র ১০১ রানে অলআউট করে দেয় বাংলাদেশের বোলার। সেই রান তাড়া করতে নেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা মাত্র ১৬.১ ওভারে কেনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বাংলাদেশ দশ উইকেটে জয় তুলে নেয়।

রোনাল্ডোর বার্তা

সিঙ্কি— মুখ খুললেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কাতার বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। আপাতত তিনি আল নাসেরে খেলছেন। পূর্বাশ্রমের মাঠের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রায় চার মাস পর আবারও মুখ খুললেন সিআরসেভেন। তিনি বলেন, আমি স্বীকার করছি আমার খারাপ সময় যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটা খেলোয়াড়ের জীবনে খারাপ ও ভালো সময় উভয় থাকে। একখাটা সকলকে মাথায় রাখতে হবে। পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি এমন সময়ের মধ্যে দিয়ে যান, যা দেখে বুঝতে পারবেন কে আপনার পাশে রয়েছে। যাইহোক আমার খারাপ সময় যাচ্ছিল, তাতে আক্ষেপ নেই। এভাবেই জীবনের গড়ি এগিয়ে যায়। এটা আমার কাছে শিক্ষা ছিল যা আমাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস জোগাবে। যাইহোক এখন বলতেই হবে মানুষ অনেক পরিণত। এছাড়া আমিও মানসিকভাবে অনেক বেশি প্রস্তুত, কোন ঠিক স্টেটা পেয়েছি। তবে হ্যাঁ একটা কথা বলব গত কয়েক মাস যে সময়ের মধ্যে সময় কাটিয়েছি সেরকম সময় আমার জীবনে আগে কখনো আসেনি। শেষ একটাই কথা বলব, ওই অখ্যাতি এখন আমার কাছে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফাইনালে জারিন ও নীতু

সিঙ্কি— দারুণ ছন্দে মধ্য রয়েছে ভারতের তারকা বক্সার জারিন ও নীতু। বৃহস্পতিবার দু’জনেই মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জয়গা করে নিলেন। নিকহাত জারিন হারিয়ে দিলেন কলম্বিয়ার বক্সার ভ্যালেন্সিয়াকে। জারিন জিতে যান (৫-০) ব্যবধানে। এবং অন্যদিকে নীতু আটচল্লিশ কেজি বিভাগে জয় তুলে নিলেন লড়াই করে কাজাকাস্তানের বক্সার আলুয়ার বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল (৫-২)।

বাংলার ফুটবল ইস্টবেঙ্গলের প্রাণশক্তি: মেয়র ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ইমামি অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি— আবার নতুন করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে অশান্তির হাওয়া বইতে শুরু করল। বৃহস্পতিবার বাইপাসের ধারে বিনিয়োগকারী ইমামি অফিসের সামনে বেশকিছু লাল-হলুদ সমর্থক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁরা দাবি করেন, প্রতিবেশী সবুজ-মেরুন শিবিরের মতো দল গঠন করতে হবে। তা না হলে আইএসএল ফুটবলে খেলার কেনও প্রয়োজনীয়তা নেই। শুধু হারের লজ্জায় মুখ লোকানো সম্ভব নয়। তাই ভালো দল গঠন করতে না পারলে মাঠে নেমে বার্থ হওয়ার কেনও কারণ নেই। যখন ইমামি অফিসের সামনে এই বিক্ষোভ চলছিল, তখন কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি ডা. প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কন্যাণ মজুমদার ও অন্যতম কর্মকর্তা দেবরত সরকার। শোনা গেছে বোর্ড মিটিংয়ে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা বলেছেন, দল গঠনে অবশ্যই কর্মকর্তাদের থাকা উচিত। ইমামি আধিকারিকরা এমন দল গঠন করছেন বলেই এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে আইএসএল ফুটবল। এমনকি বাজেট কম থাকতে ভালো খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। যেখানে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল গঠন করেছে ২০ থেকে ৬০ কোটি টাকা, আর সেখানে ইস্টবেঙ্গল দল গঠন করেছে ২০ থেকে ৪০ কোটি টাকা।

ইমামি কর্তৃপক্ষ এই অনুরোধ মানবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে, তারাও চিন্তা করছে কীভাবে দলকে আরও ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। পাশাপাশি, এটাও বলেছে, আর্থিক মন্দা বিশ্বজুড়ে চলছে, তাই সেই বিষয়েও ভাবতে হবে। আগামী দিনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কী অবস্থান হবে, তা নিয়ে কর্মসমিতির বৈঠকে আলোচনা হবে। যদি ইমামি অর্থ বরাদ্দ বাড়ায়, তাহলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা সম্ভব হবে। তা না হলে, সমস্যা তৈরি হবে। এমনকি, বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমামি অফিসে অল্প কিছু লাল-হলুদ সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্তৃপক্ষ মনে করছেন এটা একটা কৌশল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদেরই একটা সাজানো পরিকল্পনা বলেও তাঁদের ধারণা। কিন্তু এতে চিড়ে ভিজবে কিনা, তা নতুন করে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে ইস্টবেঙ্গলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া রয়েছে নীতা আহানির সংস্থাকে চিঠি দেওয়া হবে।

বাংলার ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল একটা প্রাণ শক্তি। যে কেনও কর্তি লড়াইয়ে বাজিমাত করার কৃতিত্বে অবশ্যই এগিয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল নামের মধ্যেই একটা লড়াই মনোভাব রয়েছে। আর এই লড়াই মনোভাবকে জাগ্রত করার জন্য ক্লাবের এমন কিছু কর্মকর্তা বড় ভূমিকা নেন যা খেলোয়াড়দের কাছে সাহস হিসাবে দেখা দেয়। এমন কর্মকর্তাদের মধ্যে অবশ্যই অন্যতম প্রয়াত সচিব দীপক দাস (পল্টু)। পল্টুদার ২২তম প্রয়াণ দিবসে আমরা প্রতিজ্ঞা করতে চাই আইএসএল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতার রাজপথকে মুখর করে তুলবে উষ্ণাস ও উদ্ভাসনায়। এমনই কথা বললেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নবরূপকার পল্টু দাসের প্রয়াণ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে। বুধবার ক্ষুদ্রিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয় লেখক মনিশংকর মুখোপাধ্যায় ও চিকিৎসক সুকুমার মুখোপাধ্যায়। উদ্যোগী শিল্পপতি হিসাবে দীপক জ্যোতি সম্মান পান সত্যম রায়চৌধুরী এবাদে মরনোত্তর সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে প্রশিক্ষক বাবু গুহ ও খোকন বসুমল্লিক এবং কোচ সাধন

ছোটদের ডার্বি ড্র



নিজস্ব প্রতিনিধি— রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে হাঙ্গাছাড্ডি লড়াই শেষে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচে কেনও গোল হল না। ছোটদের ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে এদিন মাঠে টানটান উত্তেজনা ছিল। পরপর তিনটি ম্যাচ জেতার পরে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট নষ্ট করল খেলা অমীমাংসিত রেখে। এই মুহুর্তে খাতা-কলমে অবশ্যই মোহনবাগান এগিয়ে। মোহনবাগানের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন কিয়ান নাসিরি, হামজে, সুমিত রাঠি ও নাওরেমের মতো ফুটবলাররা। ছোটদের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন দীপক টাংরি, জনি কাউন্সো ও তিরির মতো সিনিয়র ফুটবলাররা। খেলার দ্বিতীয় পর্বে মোহনবাগান পেনাল্টি পেয়ে গিয়েছিল। স্পট কিং নেন সুহেল ভাট। ইস্টবেঙ্গলের প্রতিভাবান গোলরক্ষক আদিত্য পাত্র দারুণভাবে ওই বলটি ফিরিয়ে দেন এবং আজকে তিনিই সেবা খেলোয়াড় হন। এই ফুটবল টুর্নামেন্টে হয়তো নামি খেলোয়াড়রা সেভাবে অংশ নিচ্ছেন না, কিন্তু দুই দলের কোচের কাছে এই ম্যাচটা অত্যন্ত মর্যাদার লড়াই হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের কোচ বিনো জর্জ মনে করেন, দলের ছেলেরা আজ যে ফুটবল উপহার দিয়েছে, তাতে ম্যাচ অবশ্যই জেতার ছিল। পরপর দুটো ম্যাচে মোহনবাগান পয়েন্ট নষ্ট করল। তবে প্রথম ম্যাচে মহমোডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয়লাভ করেছিল।

কুমার ঘোষকে। সম্প্রতি প্রয়াত সাংবাদিক অভিজিৎ সরকারের পরিবারের পাশে থাকার অঙ্গিকারে তাঁর স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ টাকা ভুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তাপস রায়, প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাদুলি, সুমিত মুখার্জি, মেহতাব হোসেন, বিকাশ পাজি, সমীর চৌধুরি, কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি, আইএফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল ও স্বরূপ দাস, সচিব অনিবার্ণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ বা, প্রাক্তন সচিব জয়দীপ মুখার্জি এবং বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন ব্যানার্জি।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন সানি “আইপিএল নিয়ে মাতামাতি ঠিক আছে, বছরের শেষে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ ভুললে চলবে না”

সিঙ্কি— ‘জানি আইপিএল এখন আমাদের সকলের কাছে খুব একটি জনপ্রিয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে। বিনোদন ও ক্রিকেট মানেই আইপিএল সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হবে না। কিন্তু এই আইপিএল খেলেই যে সেটা ক্রিকেটার হওয়া যায় না বা সবকিছু প্রমাণ করা যায় না সেটা

এই কথাটা ভুলে গেলে চলবে না বছরের শেষে ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ আছে,’ এমন কথাই বৃহস্পতিবার জায়েয়ে দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার। আসলে, তিনি ভারতের ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একদিনের ম্যাচের সিরিজের হারটা মন থেকে

ক্রিকেটাররা। তারা শট নির্বাচন করতে ভুল করেছে। কেন এই ভুলগুলো হবে। আন্তর্জাতিক আসরে খেলা চলছে সেখানে এই ভুলগুলো একের পর এক ম্যাচে করে চলছে। তা কখনোই মানায় না।

সেখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে বছরের শেষে একদিনের ক্রিকেটের বিশ্বকাপ বসতে চলেছে। সেখানে তার প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় কিন্তু থেমে থাকে না দেখতে দেখতে পার হয়ে যায়। তাই এখন থেকে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যদি সাবধানতা অবলম্বন না করে তাহলে তাদের পশ্চাতে হতে পারে ভবিষ্যতে সেটা আমি এখন থেকে বলে দিতে পারি। আরও একটা কথা বলে দিতে পারি আমি আইপিএল চলুক কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই হারটা যেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা নেন ভুলে না যায়।

তারা যেন এই হারটার কথা মনে রেখে দেয়। কারণ এই হারটা থেকেই শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আইপিএলে কি হল বা কি পেলাম সেটা নিয়ে কেউ দেখবে না তুমি দেশের জার্সি গায়ে কি করেছে সেটা নিয়ে পরে বিবেচনা হবে। তাই আগাম সতর্ক থাকা দরকার ভারতীয় ক্রিকেটারদের।



মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ থাকে। কিন্তু, তাই বলে এখানে খেলে বিশ্বের সেটা ক্রিকেটার হওয়া যায় না। তাই আমি ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলব আইপিএল নিয়ে মাতামাতি ঠিক আছে, কিন্তু তাদের

মেনে নিতে পারছেন না। একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন সানি। তিনি নানান দিক দিয়ে ভারতীয় দলকে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় ক্রিকেটাররা আইপিএল নিয়ে এখন থেকে মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে তাদের খেলায়। সিরিজ অনেক খারাপ শট খেলেছে দলের

বিরাত ধাক্কা নাইট শিবিরে, চোটের জন্য লুকি ফার্গুসনকে প্রথম থেকে পাচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইপিএল শুরু হতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি। তার আগেই অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু দল নানান সমস্যায় পড়েছে একাধিক তারকা ক্রিকেটারদের ছাড়াই ক্রোড়পতি লিগে খেলতে নামতে হবে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই চোট আঘাতের সমস্যা। এই সমস্যায় জর্জিত হয়ে পড়ায় একাধিক দলের একাধিক ক্রিকেটারকে বাদের তালিকায় পড়তে হয়েছে। চোট-আঘাতের সমস্যায় বেশি করে জড়িয়ে পড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ইতিমধ্যেই দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইহারকে তারা পাচ্ছে না। পিঠের চোটের জন্য তিনি বাদের তালিকায় চলে গিয়েছেন। গোটা আইপিএলেই তিনি পুরোপুরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছেন। সেখানে দলের অধিনায়ক কাকে করা হবে তা নিয়ে চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ চলছে

নাইট শিবিরে। এবারে গোদের উপর বিষফোঁড়া নাইট শিবিরে। চোটের জন্য আরও এক তারকা ক্রিকেটারকে শুরু থেকে নাও পেতে পারে কলকাতা নাইট রাইডার্স। নিউজিল্যান্ডের পেসার লুকি ফার্গুসন হামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার কারণে তিনি প্রথমদিকে নাইটদের জার্সি গায়ে বেশ কিছু ম্যাচে খেলতে পারবেন না। অকল্যাতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অংশ নিয়ে তিনি এই চোট পান। শনিবার থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের সিরিজ থেকেও তিনি চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বোলিং কোচ বলেন, আমরা তো মনে হয় না লুকি আইপিএলের প্রতিটা খেলায় অংশ নিতে পারবে। কারণ ও পুরোপুরি ফিট প্রমাণ করতে পারবে না নিজেকে। ওর কিছুদিনের বিশ্রাম রয়েছে। এবং ওকে নিজের খেলার দিকেও নজর



রাখতে হবে, যাতে ও চাপ অনুভব না করে। কারণ আমাদের লুকি'র ভবিষ্যতের কথাটাও সমানভাবে ভাবতে হবে।

লিয়াম লিভিংস্টোন ও সাম কুরান শুরু থেকেই পাঞ্জাব কিংসে



নিজস্ব প্রতিনিধি— কারোর পৌষ মাস আর কারোর সর্বনাশ... হ্যাঁ, এই প্রবাদ বাক্যটাই এখন কার্যত আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য যথাযথ উদাহরণ। আসলে বিচার করলেই তা খোঁা যাবে। বৃহস্পতিবার জানা গিয়েছে, এবারে আইপিএলের আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টো গোটা মরশুমে খেলতে পারবেন না, যা দলের কাছে বিরাট ধাক্কা। তাঁকে ইসিবির তরফ থেকে খেলার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে,

আবার ওই দেশেরই ক্রিকেটার অপর দুই ইংলিশ ক্রিকেটার লিয়াম লিভিংস্টোন ও সাম কুরানকে খেলার জন্য অনুমতি দিয়েছেন, এরফলে পাঞ্জাব কিংসের কাছে বিরাট সুখবর। এখানেই মিল পাওয়া যায় না উক্ত প্রবাদ বাক্যটি পাঞ্জাবের পৌষ মাস আর হায়দরাবাদের সর্বনাশ...

নিলামের আসর থেকে কোটি কোটি টাকায়া কেনা ক্রিকেটাররা যদি খেলতেই না পারল সেখানে বিবাদ ও বেদনা ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এমনই

জনি বেয়ারস্টোকে পুরো মরশুমেই পাচ্ছে না সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

পরিস্থিতি এখন বেশ কিছু দলে। যোলাতম আইপিএলের সংস্করণে খেলতে নামার আগে অন্যান্য দলগুলোর মতন ধাক্কা খেল সানরাইজার্স হায়দরাবাদও। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এবারে গোটা আইপিএলের প্রতিযোগিতায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দল পাচ্ছে না তাদের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টোকে। জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জনি বেয়ারস্টোকে মো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দেওয়া হয়নি। আসলে জনি বেয়ারস্টো চোটের জন্য ইংল্যান্ডের হয়ে অনেক খেলায় অংশ নিতে পারেননি। তিনি চোট পাওয়ার পর আপাতত সুস্থ হয়ে উঠলেও তাঁকে খেলার অনুমতি দিতে চাইছে না সবেদনের ক্রিকেট বোর্ড। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পায়ে চোট পেয়েছিলেন জনি বেয়ারস্টো। হয়তো ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে

জনিকে নিয়ে। পুরো ব্যাপারটাই এখন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এখন ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা জানা নেই। পরে ভাবনা চিন্তায় বদল আনলে জনিকে আইপিএলে অংশগ্রহণ করতেও দেখা যেতে পারে। তবে জনিকে ছাড়পত্র না দিলেও, শোনা গিয়েছে চোট সারিয়ে ফিরে আসা লিয়াম লিভিংস্টোনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব কিংসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘লিয়াম লিভিংস্টোনকে ইসিবি এনওসি দিয়েছে। তিনি সানরাইজার্সের গোটা মরশুমে দলের হয়ে খেলতে পারবেন।’ এদিকে, এবারে নিলামের আসর থেকে সবথেকে বেশি টাকায় কেনা ইংলিশ অলরাউন্ডার সাম কুরানও গোটা মরশুমে খেলতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। এবারে নিলামের আসর থেকে পাঞ্জাব কিংস ইংলিশ অলরাউন্ডারকে ১৮.৫০ কোটি টাকায় দলে তুলে নিয়েছিল।

লেসলি রুডিয়াস হকি টুর্নামেন্ট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভেটারেল স্পোর্টস ক্লাবের পরিচালনায় বয়সভিত্তিক হকি প্রতিযোগিতা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে বাটা মাঠে। এই প্রতিযোগিতায় অলিম্পিয়ান হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্রোডিয়াসের নামে আটটি হকি অ্যাকাডেমি দল অংশ নিচ্ছে। আটটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ব এ-তে রয়েছে শানন হকি অ্যাকাডেমি, এটলি হকি অ্যাকাডেমি, এইচটিসি হাওড়া ও রিষড়া। হকি অ্যাসোসিয়েশন। পূর্ব বি-তে রয়েছে বেহালা স্পোর্টস কনর, রিষড়া। এইচটিসি, কলকাতা ওয়ারিয়র্স ও চন্দননগর বিএসসি। ক্লাব সচিব প্রাক্তন ফুটবলার সুমিত মুখার্জি জানান, এবারের এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ছোটদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা যায়। বাংলার হকি আবার যে নতুন করে প্রকাশ পাচ্ছে, তা খোলা দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। মাঠে এদিন প্রাক্তন হকি খেলোয়াড়রা অনেক ছিলেন, তেমনই আবার অন্য ইভেন্টের খেলোয়াড়রাও হকি খেলা দেখার জন্য হাজির হয়েছিলেন। প্রথম দিনেই এটলি হকি অ্যাকাডেমি ৫-১ গোলে জয়লাভ করে রিষড়া হকি অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। শানন হকি অ্যাসোসিয়েশন ৩-০ গোলে হকি ট্রেনিং সেন্টারকে পরাস্ত করে। চন্দননগর বিএসসি বেহালা স্পোর্টসকে ২-০ গোলে পরাস্ত করে। আবার রিষড়া ২-০ গোলে কলকাতা ওয়ারিয়র্সকে পরাস্ত করেছে। হকি ট্রেনিং সেন্টার, হাওড়া ও এটলির খেলাটি ১-১ গোলে শেষ হয়। শানন ৫-১ গোলে হারিয়ে শেষ রিষড়া হকি অ্যাকাডেমিকে পরাস্ত করে।

